www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ১৬ আষাঢ় – ২২ আষাঢ়, ১৪২৪ ঃ ১ জুলাই – ৭ জুলাই, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 36, 1 July - 7 July, 2017 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

উল্টে দেখুন
হাজির নতুন সর্বনাশ ইয়াবা

২১শে জুলাই ধর্মতলায় শহিদ দিবসের সমর্থনে

৯ই জুলাই, বিকেল ৩টে

প্রকাশ্য জনসভা

প্রধান বক্তা

অভিষেক ব্যানার্জী

সাংসদ, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র ঃ
সভাপতি, সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেস

ঃ স্থান ঃ
কুলতলী
(জামতলা হাই স্কুল)

কুলতলী চলো

–ঃ সৌজন্যে ঃ–

অনিরুদ্ধ হালদার (পার্থ)
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কার্য্যকরী সভাপতি, তৃণমূল যুব কংগ্রেস

সেনাবাহিনীতে নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছু নার্স নেবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। সশস্ত্র বাহিনীতে চাকরি হবে শর্ট সার্ভিস কমিশন্ড অফিসার পদে, মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে। চাকরির মেয়াদ সর্বাধিক ১৪ বছর। চাকরিতে যোগদানের পর প্রার্থীকে অন্তত ৫ বছর মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে চাকরি করতে বাধ্য থাকতে হবে। শুধু মহিলারা আবেদন করবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : নার্সিংয়ের বিএসসি বা পোস্ট-বেসিক বিএসসি অথবা এমএসসি ডিগ্রি। স্টেট নার্সিং কাউন্সিলে নার্স অ্যান্ড মিডওয়াইফ হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে।

জন্মতারিখ : ১০-৭-১৯৮২ থেকে ১১-৭-১৯৯৬-এর মধ্যে হতে হবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় নার্সিং, ইংরেজি ও জেনারেল ইন্টেলিজেন্স সংক্রান্ত অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। লিখিত পরীক্ষা আয়োজিত টাইপ প্রশ্ন হবে। লিখিত পরীক্ষা আয়োজিত হবে লখনউ বা পুনে বা অন্য কোনও পরীক্ষাকেন্দ্রে, আগস্টের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে। ইন্টারভিউ ও মেডিক্যাল এক্সামিনেশন হবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, দিল্লিতে।

বেতন : মূল মাইনে ১৫,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা ও মিলিটারি সার্ভিস পে ৪,২০০ টাকা। সঙ্গে বিভিন্ন ভাতা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindianarmy.nic.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১জুলাই। প্রার্থীর ই-মেল আইডি-ই অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর ইউজার আইডি। তবে আলাদা পাসওয়ার্ড নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর হালকা ব্যাকগ্রাউন্ডে তোলা স্ক্যান করা ফটো (৩.৫×৩.৫ সেমি মাপের) ও সই (উভয়ই জেপেগ বা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

দরখাস্ত সাবমিট করার পর রোল নম্বরসহ অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না, নিজের কাছেই রাখবেন। ইন্টারভিউয়ের সময়ে প্রয়োজন হবে।

দরখাস্ত সাবমিট করার পর রোল নম্বর সহ অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না, নিজের কাছেই রাখবেন। ইন্টারভিউয়ের সময়ে প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটগুলিতেও : www.indianarmy.nic.in অথবা মেল করতে পারেন এই আইডি-তে : pb4005-15@nic.in

কাজের খবর

এয়ারফোর্সে খেলোয়াড় নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন : বেশ কিছু খেলোয়াড় নেবে ভারতীয় বিমান বাহিনী। এয়ারম্যান গ্রুপ 'ওয়াই' ট্রেডে নিয়োগ করা হবে। শুধু অবিবাহিত তরুণরাই আবেদন করবেন।

যেসব ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে নিয়োগ হবে : অ্যাথলেটিক্স, বাস্কেটবল, বক্সিং, ক্রস কন্ট্রি, ক্রিকেট, সাইক্লিং, ফুটবল, জিমন্যাস্টিক, হকি, হ্যান্ডবল, কবাডি, লন টেনিস, শুটিং, সুইমিং, ভলিবল, ওয়াটার পোলো, রেসলিং, ওয়েট লিফটিং, গল্ফ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত বোর্ড থেকে যে-কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল।

খেলাধূলার যোগ্যতা : আন্তর্জাতিক সিনিয়র বা জুনিয়র মিটে সংশ্লিষ্ট ক্রীড়ায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে। অথবা সিনিয়র বা জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ বা ইন্টার ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে ব্যক্তিগত ইভেন্টে অন্তত পঞ্চম স্থান অধিকার করে থাকতে হবে। অথবা দলগত বিভাগে জুনিয়র বা সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ বা স্কুল গেমস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া কর্তৃক আয়োজিত ন্যাশনাল স্কুল টুর্নামেন্ট রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ কোনও প্রার্থী আন্তর্জাতিক বা জাতীয় স্তরের কোনও প্রতিযোগিতায় প্রথম তিনের মধ্যে স্থান অধিকার করে থাকলে আবেদন করতে পারেন।

বয়স : ২১ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২৮-১২-১৯৯৬ থেকে ২৭-১২-২০০০ এর মধ্যে। সংশ্লিষ্ট ক্রীক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বের অধিকারীরা বয়সের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৫২.৫ সেমি। বুকের ছাতি ৫ সেমি পর্যন্ত ফোলানোর দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স ও উচ্চতা অনুসারে ওজন হতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি : চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৩৬, চশমা-সহ উভয় চোখে ৬/৯। রং চেনার ক্ষমতা উচ্চ মানের হতে হবে। বর্ণান্ধতা বা রাতকানা অসুখ থাকলে চলবে না। চোখের কোনও অপারেশন হলে আবেদন করবেন না। উচ্চ শ্রবণক্ষমতা থাকতে হবে, যাতে ৬ মিটার দূর থেকে ফিসফিস করে কথা বললেও শুনতে পান।

প্রথম জয়েন্ট বেসিক ফেজ ট্রেনিং হবে কর্নাটকের বেলাগভির বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে। এর পর হবে ট্রেড ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড বাবদ পাওয়া যাবে ১১,৪০০ টাকা। সফল ট্রেনিং শেষে বেতনক্রম : ২০,৫০০-৩৮,৭২০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

প্রার্থী বাছাই করবে এয়ারফোর্স স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড দু'পর্যায়ের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, খেলার ট্রায়াল ও মেডিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার প্রথম পর্বে থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়। সাড়ে ৬ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করলে অতিরিক্ত নম্বর পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে এক মিনিটে ১০টি পুশ-আপ, এক মিনিটে ১০টি সিট-আপ এবং এক মিনিটে ২০টি স্কোয়াট। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের এর পর ক্রীড়াক্ষেত্রে দক্ষতা যাচাই করা হবে। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান এ-ফোর মাপের সাদা কাগজে টাইপ করিয়ে নেবেন। পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রার্থী বাছাইয়ের সময় উপরোক্ত ভঙ্গিতে তোলা পাসপোর্ট মাপের চার কপি ফটো, ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট-সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের মূলও তার চার কপি প্রত্যায়িত নকল সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন : 'OUTSTANDING SPORTSMEN FOR GROUP 'Y' TRADES SPORTS DISCIPLINE APPLIED FOR.....

সাধারণ ডাকে ১৪ জুলাইয়ের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : SECRETARY, AIR FORCE SPORTS CONTROL BOARD, C/O AIR FORCE STATION NEW DELHI RACE COURSE, NEW DELHI-110003.

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন :

- তিন কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো। ছবি তুলতে হবে নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে— একটি কালো রঙের স্লেট বুকের সামনে ধরতে হবে। তাতে সাদা চকে ইংরেজিতে বড় হাতের হরফে প্রার্থীর নাম, জন্মতারিখ ও ফটো তোলার তারিখ (তিন মাসের পুরনো হলে চলবে না) লেখা থাকতে হবে। তিন কপি ফটোর মধ্যে একটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। অন্য দুটি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন।
- বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল।
- শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রত্যায়িত নকল।
- ক্রীড়া সংক্রান্ত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রত্যায়িত নকল।
- নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ২৪×১০ সেমি মাপের একটি সাদা খাম। কোনও ডাকটিকিট সাঁটতে হবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বেভারেজেস কর্পোরেশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিপো ম্যানেজার ও ডিপো সুপারভাইজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিপো ম্যানেজার এবং ডিপো সুপারভাইজার পদে ৫০ জন কর্মী নেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বেভারেজেস কর্পোরেশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : BEVCO/2017-18/90A.

শূন্যপদের বিবরণ : ডিপো সুপারভাইজর : ২৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক। কোনও ওয়্যারহাউসে সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং ফর্কলিফট স্কিল টেস্টে পাশ করে থাকতে হবে প্যালেট ওঠানো-নামানো এবং ফর্কলিফট চালানোর কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বেতনক্রম : ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৯০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিপো ম্যানেজার : ২৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সায়েন্স, কমার্স, আর্টস, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে যে-কোনও একটি শাখায় স্নাতক। সঙ্গে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা। এর পাশাপাশি কোনও ওয়্যারহাউসে সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৭,১০০-৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে : ৩,৬০০ টাকা।

বয়স : উভয় ক্ষেত্রেই ১৮ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা৩ বছরের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.excise.wb.gov.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৭ জুলাই, দুপুর ২টো পর্যন্ত।

অনলাইনে আপলোড করবেন :

- প্রার্থীর জেপিজি বা পিএনজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা ফটো (১৩০×১৫০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে)।
- পিডিএফ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র।
- পিডিএফ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- পিডিএফ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা কম্পিউটার সংক্রান্ত সার্টিফিকেট।
- পিডিএফ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট।

অনলাইন আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সরকারি সংস্থায় পাটজাত সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাট দিয়ে নানা হস্তশিল্প সামগ্রী ও ব্যাগ তৈরির প্রশিক্ষণ দেবে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অন জুট অ্যান্ড অ্যালায়েড ফাইবার টেকনোলজি। দৃষ্টিনন্দন নানা শৌখিন হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ১০ জুলাই থেকে ২২ জুলাই। পাটের ব্যাগ তৈরির প্রশিক্ষণ চলবে ১৭ থেকে ২৯ জুলাই।

ক্লাস হবে কলকাতার রিজেন্ট পার্কে সংস্থার ক্যাম্পাসে, সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।

বয়স বা শিক্ষাগত যোগ্যতার কড়াকড়ি নেই। পুরুষ-মহিলা উভয়েই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন।

প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সের ফি ১,২০০ টাকা। একটি বা উভয় কোর্সেই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে।

দিনপ্রতি ৫০ টাকার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানের হস্টেলে থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া যাবে। প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে।

যোগাযোগের ঠিকানা : প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অন জুট অ্যান্ড অ্যালায়েড ফাইবার টেকনোলজি, ১২, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা ৭০০ ০৪০।

ফোন : ৯০৬২১-৩২৫২০, ৯০৬২০-৩২৭৪২।

জবর খবর

সম্পূর্ণ বিনা খরচে বাড়িতে বসে রোজগার করুন, আপনার android ফোন দিয়ে। কিভাবে করবেন?-প্রথমে Google playstore থেকে Champ cash money ফ্রি অ্যাপ টি ইনস্টল করুন। Sign up with champcash এ ক্লিক করে নাম, ফোন নং, ইমেল, পাসওয়ার্ড দিয়ে proceed করুন। তারপর ১৫৪১৪৭৮০ রেফার ID নং দিয়ে Verify করুন। তারপর লিস্টে দেওয়া থাকবে ৭-৮ টা অ্যাপ ইনস্টল করে ২ মিনিটে খুলুন। আয় প্রত্যেকদিন ৫০০-১০০০ টাকা। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন Whatsapp - ৭৩৬৩৯৩৫০৪৮ . ৫ ডলার বা ৩১০ টাকা হবার পর ব্যাঙ্কে transfer করাতে পারবেন।

Office of the District Magistrate
South 24-Paraganas, Nezarath Section
New Administrative Building, 1st Floor, Alipore, Kolkata-27

EOI has invited vide memo no. 519/NZ Dated 27.06.2017 for installation of P-8mm LED fixed outdoor video wall at District Magistrate Office, South 24-Parganas. Details available at www.s24pgs.gov.in

Last Date : 03.07.2017, Time :- 12.00 NOON

Sd/-
N.D.C.
South 24 Parganas

NOTICE INVITING e-TENDER
No. 08 of 2017-18, DATE : 27.06.2017

E.O, Canning-II P.S., Jibontala, South 24-Parganas invites online tender for the Construction work of Boundary wall at five places of Canning-II Development Block, Dist : South 24 Parganas.

Last Date of online tender Submission : 14.06.2017 up to 05.30 PM

Detailed information will be available in the website : www.etender.wb.nic.in and above stated office.

Sd/-
E.O
Canning-II P.S

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১ জুলাই – ৭ জুলাই, ২০১৭

মেষ : কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ-ভূমি ও জমি-জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন লোকেরা আপনাকে ভাল চোখে দেখবে। কর্মে পদোন্নতির যোগও রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ।

বৃষ : পত্নীর শরীর ভাল যাবে না। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশংসা পাবেন আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফলে বাধার যোগ। কর্মস্থলে গোলযোগের সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুন : উচ্চমার্গের মানুষের সাথে যোগাযোগ হবে এবং তাঁদের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে আত্মীয় সমাগমে ঘটবে। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রুতার যোগ।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষে আয় যোগ বৃদ্ধি পাবে। শিরঃপীড়ায় অথবা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও চেষ্টা করলে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে চলতে হবে। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

কন্যা : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। নূতন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। সপ্তাহের শেষে মানসিক শক্তি কমে যাবে। রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট।

তুলা : নাতিদীর্ঘ তীর্থভ্রমণযোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাল ফল লক্ষিত হয়। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : শরীর খুব ভাল যাবে না। অত্যধিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি হিমসিম খাবেন। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজগুলি আপনি এখন করতে পারেন। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিশেষ করে যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর : ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি ভাল। মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় সফলতা আসবে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। যাঁরা সাহিত্যিক বা লেখক তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ।

কুম্ভ : দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে সময়টি ততটা ভাল নয়। ঋণ নেওয়া বা ঋণ দেওয়া কোনটাই করবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বুদ্ধি করে চলুন।

মীন : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কিন্তু শরীর আপনার এখনও তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত চিন্তাধারার কাজগুলি আপাততঃ করবেন না, শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন এবং মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়।

শব্দবার্তা ৩৬

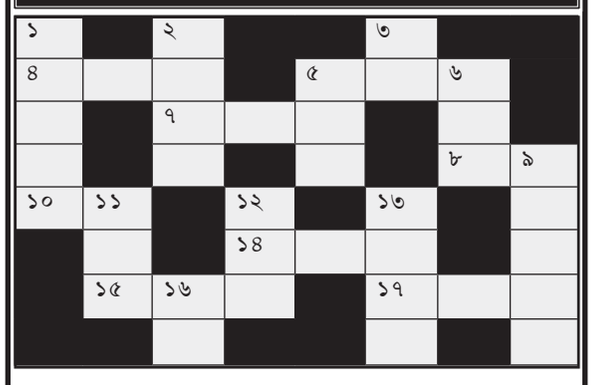

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

৪। এক নদী ৫। 'এক যে ছিল — আস্ত একটা পাগল' ৭। ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ ৮। কবিতায় 'তোমার' ১০ আঙুলের ডগা ১৪। ভবঘুরে ১৫ '— বেনারসি' ১৭। তুলোর পাঁজ বা নল।

উপর-নীচ

১। অপ্রীতিকর বাদবিসংবাদ ২। মোগল সম্রাট ৩। আমল, সময় ৫। বিয়ের সময় বরকনের শুভদৃষ্টি ৬। 'চরকায় উজ্জ্বল লক্ষ্মীর—' ৯। ক্রমাগত বাজে কথা বলা ১১। লিখিত কাগজ ১২। ফানুস ১৩। অসম সাহসী ১৬। 'একে কুহু যামিনী, — কুলকামিনী'।

সমাধান : শব্দবার্তা ৩৫

পাশাপাশি : ১। বড়াই ২। কোহিনুর ৪। বাণীমন্দির ৬। কলু ৯। নাম ১১। নয়নতারা ১৩। ঘনাগম ১৪। সম্মতি।
উপর-নীচ : ১। বড়বা ২। কোণারক ৩। রগড়ানি ৫। ময়না ৭। লুণ্ঠন ৮। চিতাবাঘ ১০ মনস্তাপ ১২। রায়তি।

গত সংখ্যায় শব্দবার্তা ৩৪ এর পরিবর্তে ৩৫ হবে এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**-গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**-রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**- বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**-দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**-সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**-পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**-অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**-বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**-সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**-কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**- বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**- মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**- তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**- দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**- নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**- তপন মিদ্দে ● **বাগদা**- সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**- কিশোর দাস ● **কল্যাণী**-গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**-বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**-পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**-মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**-দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**-তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**-গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**-মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**-জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**-চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**- খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**- দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**- বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**- হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**- অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**- মহেশ জৈন ● **ম্যাঙ্কশাল কোর্ট**- রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ১৬ আষাঢ় – ২২ আষাঢ়, ১৪২৪ ঃ ১ জুলাই – ৭ জুলাই, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 36, 1 July - 7 July, 2017 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন : ২৫৫২-০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নেদারল্যান্ডে রাষ্ট্রপুঞ্জের জন পরিষেবা ফোর

ামের সভাগৃহে সারা বিশ্বের ১২০০ প্র তিনিধির উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সর কারের কন্যাশ্রী প্রকল্প সেরা পুরস্কারে ভূষিত হল। মঞ্চে উঠে পুরস্কার গ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার : দার্জিলিং-এ গন্ডোগোল চলছেই। গোর্খাল্যান্ডের

দাবীতে একজোট হচ্ছে পাহাড়ের সব দল। মিছিল আছড়ে পড়ে জেলাশাসকের দফতরে। রাজনৈতিক দলগুলির নির্লিপ্ততায় আন্দোলন ক্রমশ জঙ্গি রূপ ধারণ করছে।

সোমবার : শ্রীনগরের দিল্লি পাবলিক স্থলে ঢুকে পড়া জঙ্গিদের

খতম করতে চলল সেনা অভিযান। ২ জঙ্গি খতম হলেও স্কুলে জঙ্গিদের ঘাঁটি গাড়া এই প্রথম।

মঙ্গলবার : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্কিন সফরের আগের

মুহূর্তে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনের প্রধান সৈয়দ সালাউ দ্দিনকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী তকমা দিল আমেরিকা।

বুধবার : মার্কিন সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে

অভূতপূর্ব আহ্বান জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। উল্লেখ্য ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর প্রথম মার্কিন সফর প্রধানমন্ত্রীর।

বৃহস্পতিবার : জিএসটি চালু হতে চলেছে ১ জুলাই। তার আগে

মধ্যরাত্রির বিশেষ সংসদ অধিবেশন বয়কট করল তৃণমূল কংগ্রেস। পরে সামিল হয়েছে কংগ্রেসও।

শুক্রবার : ৭২ বছর বয়সে চলে গেলেন সঙ্গীত শিল্পী তথার

প্রখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরীর স্ত্রী সবিতা চৌধুরী। ক্যান্সারে আক্রান্ত এই সঙ্গীতশিল্পী র জীবনাবসানে বাংলা সঙ্গীত জীবনে নেমে আসে শোকের ছায়া।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সীমান্ত দিয়ে রাজ্যে হাজির নতুন মাদক ইয়াবা

ওঙ্কার মিত্র

গুপি গায়েন বাঘা বায়েন ছবির কথা মনে আছে? যেখানে হাল্লা রাজার মন্ত্রী তাঁর জাদুকর বিজ্ঞানীকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন এমন পাউডার যা ছড়িয়ে দিতেই চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল অভুক্ত নিস্তেজ সৈন্যবাহিনী। এটা উপেন্দ্র কিশোরের কল্পনা হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে একই কান্ড ঘটিয়েছিলেন হিটলার। তাঁর বিজ্ঞানীদের দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন এমন এক ট্যাবলেট যা সৈন্যদের খাওয়ানো হত দিনের পর দিন যুদ্ধ করার জন্য। এরই নাম ইয়াবা। এক দুর্দমনীয় মাদক যার আকর্ষণে বুঁদ হয়ে যেতে চলেছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া। মেথামফেটামাইন ও ক্যাফিন-এর মিশ্রণে তৈরি এই মাদক থাইল্যান্ড, মায়ানমার, বাংলাদেশ হয়ে ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছে ভারতের দিকে। যা ইদানিংকালের সব মাদককে পিছনে ফেলে দেবে বলে মাদক বিশেজ্ঞদের ধারণা।

মাদক সেবনকারিদের স্বীকারোক্তি বলছে ইয়াবা হল পাগল করে দেওয়া এক মাদক যা খেলে বা গলিয়ে গন্ধ নিলে ধমনীতে বয়ে যায় এক অদ্ভুত অনুভূতি। কর্মক্ষমতা বেড়ে যায় বহু গুণ। অনেকে তাই আদর করে একে ডাকে 'ম্যাডনেস ড্রাগ' নামে। এমনকি অনেক পড়ুয়া পরীক্ষার আগে ইয়াবা সেবন করে রাতের পর রাত জেগে পড়ার শক্তি অর্জন করার জন্য। কয়েকমাস খাওয়ার পর বোঝা যায় আরও একটা জীবন ঢলে পড়ছে সর্বনাশের দিকে। ব্রিটেনের দি অবজারভার পত্রিকায় ১৯৯৯ সালের ১৭ অক্টোবর প্রকাশিত এক বিশেষ প্রতিবেদন জানিয়েছিল ইয়াবার ক্যারিশমা। ব্রিটেনকে সাবধান করে দিয়ে প্রতিবেদন বলেছিল ইতিমধ্যে হিথরো বিমানবন্দরে ধরা পড়েছে দু প্যাকেট ইয়াবা। ফ্রান্স এবং আয়ারল্যান্ডেও ইয়াবা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এও জানিয়েছিল যে, এই মাদক উৎপাদনের মূল কেন্দ্র থাইল্যান্ড, মায়নমার (বর্মা) এবং লাওসের সীমান্ত এলাকা। এই প্রতিবেদনেই জানানো হয়েছিল থাইল্যান্ডে ইয়াবা হেরোইনের থেকেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ইয়াবার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা করে গোয়েন্দারা প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন যে ইয়াবা উৎপাদনকারী ও সেবনকারী দু তরফেই আনন্দ দায়ক। সেবনকারীরা যেমন নেশার আনন্দে মশগুল তেমনি উৎপাদককারীরাও খুশি লাভের অঙ্কে। মাত্র ৩০০ পাউন্ড খরচ করলেই তৈরি করা যায় ২০০০ পাউন্ডের ইয়াবা। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা আরও জানাচ্ছেন ইয়াবা বানানোর পরীক্ষাগারও অস্থায়ী। প্রতিদিন সরে যায় এদিক থেকে ওদিক। ফলে পুলিশও ধন্দে পড়ে যায় নজরদারিতে।

এতো গেল ইউরোপের কাহিনী। এবার চলে আসা যাক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়। সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে থাইল্যান্ড ও মায়ানমার জয় করে ইয়াবা এখন নেমেছে বাংলাদেশ দখলে। বাংলাদেশের উপকূল রক্ষীবাহিনী ও জলবাহিনী জানিয়েছে ১৯১৪ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত কর্ণফুলি খাল থেকে ধরা হয় ১.১ মিলিয়ন ইয়াবা ট্যাবলেট। গত ৫ ফেব্রুয়ারি ১.৫ মিলিয়ন ইয়াবা ট্যাবলেট ভর্তি একটি ট্রলার আটক করা হয় চট্টগ্রাম বন্দরে। ঢাকার নারকোটিক কন্ট্রোল বিভাগের ডিরেক্টর প্রণব কুমার নিয়োগী বলেন এর দাম প্রায় ১০.৬ মিলিয়ন ডলার। জানা

জার্মানির 'ইয়াবা' বাংলাদেশে 'চম্পা'

যায় ওই ট্রলারটি আসছিল মায়নমার থেকে। এর দুদিন আগে ৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তের শাপরির দ্বীপ থেকে ৫০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট আটক করে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী। ওই দিনই ৩০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট ভর্তি একটি নৌকা ১২ জন মাঝি সহ কক্স বাজারে আটক করে বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ানের অ্যান্টি স্মাগলিং টিম। শুধু তাই নয় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান জানিয়েছে ২০০৭ সালের অক্টোবরে ঢাকার কূটনৈতিক এলাকা থেকে আটক করা হয় ১ লক্ষ ৩০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ৫ হাজার মেথামফেটামাইন ক্রিস্টাল। বাংলাদেশ পুলিশের মতে আগে মায়ানমার সীমান্ত ধরে স্থলপথে ঢুকত ইয়াবা। এখন পুলিশের কড়া নজরদারির ফলে বেছে নেওয়া হয়েছে জলপথ। এখন অবশ্য মূল উৎপাদন কেন্দ্র মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে ইয়াবা আসার পরিমাণ কমেছে। কারণ বাংলাদেশ সীমান্তের টেকনাফে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে ইয়াবা তৈরির বহু কারখানা। এখানে নামও বদলে নিয়েছে ইয়াবা। স্থানীয় নাম 'চম্পা' দিয়ে চলছে ইয়াবা তৈরির কাজ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কক্সবাজারের এক বাসিন্দা জানাচ্ছেন এখানে দু ধরনের ইয়াবা তৈরি হয়। একটার রং লাল। গুণমানে খাটো, দামেও কম। এর উৎপাদন মূল্য পড়ে বাংলাদেশ মূল্যে প্রতি ট্যাবলেট ৪৫ টাকা যা বিক্রি হয় ২৫০ থেকে ৩০০ টাকায়। আর একটার রং কমলা। গুণমানে একেবারে চোস্ত যার উৎপাদন মূল্য প্রতি ট্যাবলেট ১৫০ টাকা, বিক্রি হয় একএকটি ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায়। এমন একটি লাভজনক ব্যবসায় যুক্ত বহু বাংলাদেশী। ইয়াবা বিক্রেতারা কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ঢাকায় নিয়ে আসে ট্যাবলেট। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশ জুড়ে। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় বাংলাদেশের ওয়েবসাইট জুড়েও ইয়াবার বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকী অর্ডার দেওয়া হচ্ছে ওয়েবসাইট মারফত। বাংলাদেশের এক সাংবাদিকের মতে ২০০৬ সাল থেকেই ইয়াবা জনপ্রিয় হয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশ সৈন্যবাহিনীর কর্নেল খালেনুজ্জামান জানিয়েছেন এ নিয়ে বহুবার মায়ানমার সেনার সঙ্গে কথা হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু অবস্থা কিছুই বদলায়নি।

বাংলাদেশ জয় করে এবার টার্গেট ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ। গোয়েন্দা সূত্রে খবর ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে ঢুকতে শুরু করেছে ইয়াবা। কলকাতার আশেপাশে মিলেছে ইয়াবার দেখা। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ জেলায় ইতিমধ্যেই চোরাপথে 'ইয়াবা' ট্যাবলেট পাচার হচ্ছে। কলকাতা বন্দর এলাকা থেকে দক্ষিণ শহরতলীর বিভিন্ন এলাকাতেও এই মাদক পাচার হচ্ছে। সম্প্রতি সিআইডি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের গোয়ালপোতা থেকে তপন কুন্ডু নামে একজনকে গ্রেফতার করে। যার কাছে ৪৫১টি ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া গিয়েছে। সিআইডি সূত্রের দাবি ওই ট্যাবলেটের আনুষ্ঠানিক বাজার মূল্য এক লক্ষ টাকা। এমনকী কলকাতার আশেপাশেও ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে ইয়াবা। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর দক্ষিণ কলকাতার মেনকা সিনেমার আশেপাশে রাত নামলেই প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে এই মারাত্মক মাদক।

আলিপুর বার্তা এক্সক্লুসিভ আলিপুর বার্তা এক্সক্লুসিভ

ইয়াবার ক্যারিশমা

অনুভূতি
- ধমনী জুড়ে অদ্ভুত শিহরণ
- কর্মক্ষমতার সাময়িক কয়েকগুণ বৃদ্ধি
- নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার আনন্দ

ছোবল
- ইউফোরিয়া, ইনসোনিয়া
- হিংস্রতা, হজম শক্তি হ্রাস
- হট ফ্ল্যাস, ড্রাই মাউথ, অস্বাভাবিক ঘাম
- মস্তিষ্কে রক্তনালী ধ্বংস
- হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ বৃদ্ধি
- শ্বাসপ্রশ্বাস ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি

হোটেলে মধুচক্র : ধৃত ৪

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবার : খাবারের হোটেলের আড়ালে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে হোটেলের মালিক সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ হানা দেয় স্থানীয় নগেন্দ্র বাজারের 'জয় বাবা লোকনাথ' হোটেলে। সেখানে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দুই কিশোরীকে উদ্ধারের পাশাপাশি দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে পুলিশ হোটেল মালিককেও গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত হোটেল মালিক ননীগোপাল হালদার স্থানীয় সুলতানপুরের বাসিন্দা। অন্যদিকে ধৃত দুই যুবক মঞ্জুর শেখ ও মাহরুফ শেখ বজবজের পুজালির বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩৬৩, ৩৬৫ ও ১২০ বি ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। বুধবার ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে পেশ করা হলে প্রত্যেকেই জামিন পেয়ে যায়। আবাসিক হোটেলের লাইসেন্স না থাকার পরও কিভাবে হোটেল মালিক জামিন পেয়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অন্যদিকে উদ্ধার ২ কিশোরী এদিন আদালতে গোপন জবানবন্দী দেয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে পুলিশ হোটেলটিকে সিল করে দিয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ডায়মন্ড হারবার শহর ও আশেপাশের এলাকায় সমস্ত মদের দোকান বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ ও আবগারি দফতর। অভিযোগ, তারপরও পুলিশ ও আবগারি দফতরের একাংশের মদতে স্থানীয় নগেন্দ্র বাজার ও ৭৬ বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া একাধিক খাবারের হোটেলের আড়ালে রমরমিয়ে চলছিল মদের ব্যবসা। গত কয়েকদিন আগে দই তরকা খাওয়া নিয়ে মত্ত যুবকেরা ভাঙচুর চালিয়েছিল স্থানীয় একটি খাবারের হোটেল। মারধর করা হয়েছিল হোটেলের মালিক সহ কর্মচারীদের। সেই ঘটনায় পুলিশ

গ্রেফতার করলেও খাবারের হোটেলের আড়ালে মদের ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই সূত্র ধরে মঙ্গলবার সন্ধে নাগাদ নগেন্দ্র বাজারের 'জয় বাবা লোকনাথ' হোটেলে হানা দেয় পুলিশ। খাবার হোটেলের আড়ালে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে হোটেল মালিক সহ তিনজনকে গ্রেফতারের পাশাপাশি দুই কিশোরীকে উদ্ধার করে। জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, 'শহরের খাবার হোটেলগুলিতে কড়া নজর রাখা হয়েছে। এমনকি ধারাবাহিক তল্লাশি অভিযানও চালানো হচ্ছে। হোটেলের লাইসেন্স খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জেলা গোয়েন্দা সূত্রের খবর

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্যানিং মহকুমায় চরম অশান্তির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা এলাকায় আগামী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক গন্ডগোল ও প্রাণহানিকর অশান্তির আশঙ্কা করছে জেলা গোয়েন্দা দফতর। সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই এই সব এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা তৈরির উপকরণ জমা হয়েছে। মূলত এইসব এলাকায় শাসক তৃণমূল দলের অন্দরে প্রবল গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কারণেই সংঘর্ষ হচ্ছে। আদি তৃণমূলের সঙ্গে নব্য তৃণমূলীদের সংঘর্ষ হচ্ছে। বাসন্তী গোসাবা এলাকায় তৃণমূলগোষ্ঠীর নেতা তথা বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের অনুগতদের সঙ্গে জেলার যুব তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক সওকাত মোল্লার গোষ্ঠীর কিছুতেই বনিবনা হচ্ছে না। তারই জেরে সম্প্রতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের লেবুখালি।

মঙ্গলবার সকাল থেকে লেবলখালি গ্রামে যুব তৃণমূল ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে ব্যাপক বোমা ও গুলির লড়াই হয়। এলাকায় একাধিক বাড়িঘর, বাইক, গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। সংঘর্ষের জেরে দুপক্ষের দশজন কর্মী সমর্থক আহত হয়েছেন।

উল্লেখ্য ঈদের সময় জলসার চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে সোমবার সকাল থেকে যুব তৃণমূল এবং তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে গন্ডগোল শুরু হয়। সেই সময় তৃণমূলকর্মীদের মারধর করে যুব তৃণমূল কর্মীরা। এরপর ঘটনা চরম আকার ধারণ করে, চলে উভয়ের মধ্যে আক্রমণ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বিগত প্রায় বছর দুই ধরে বাসন্তী এলাকায় গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর অনুগামীদের সাথে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লার অনুগামীদের বিবাদ লেগেই রয়েছে। আবার যুব তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আমানুল্লা লস্করে গোষ্ঠীর সাথে ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আব্দুল মান্নার গাজীর সাথে আদায় কাঁচকলা। উল্লেখ্য মন্টু ওরফে আব্দুল মান্নান গাজী জয়ন্ত নস্করের অনুগামী এবং আমানুল্লা লস্কর সওকাত ঘনিষ্ঠ। কে হবে তৃণমূলের সর্বময় কর্তা সেই নিয়ে চলছে এলাকা দখলের লড়াই।

সূত্রের খবর বাসন্তীর ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। রাজ্য তৃণমূলের সভাপতি সুব্রত বক্সী ইতিমধ্যেই সওকাত মোল্লাকে ডেকে কড়া বার্তা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সুব্রত বক্সীর মাধ্যমে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন দলের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। অন্য একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে বাসন্তী , গোসাবা ও ক্যানিং এলাকায় বিভিন্ন বুথে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলী, সিপিএম কর্মীরা গোপনে বিজেপিতে যোগদান করছে। আগামী দিনে সুন্দরবন এলাকায় বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের মূল প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

বোমাবাজীতে উত্তপ্ত বাসন্তী

সিলিকোসিসে আক্রান্তদের মৃত্যু-মিছিল মিনাখাঁয়

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে উত্তপ্ত চব্বিশ পরগণা জেলার মিনাখাঁ ব্লকে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল। দফতরগুলি নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করছে বলে অভিযোগ জমা পড়ল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে। আয়লা পরবর্তী সময়ে পেটের তাগিদে আসানসোল, জামুড়িয়া, রাণীগঞ্জ, কুলটি এলাকায় পাথর খাদানে কাজ করতে গিয়ে সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন বহু মানুষ। এই আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনার রিপোর্ট দিতে বলে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। কিন্তু রাজ্য সরকারের রিপোর্টের উপরে আস্থা রাখতে না পেরে কমিশন আর একটি পৃথক রিপোর্ট জমা দিতে বলে পরিবেশ কর্মী বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়কে। তিনি আক্রান্ত গ্রামগুলি ঘুরে কমিশনকে রিপোর্টও জমা দেন। রিপোর্টে বিশ্বজিতবাবু জানিয়েছেন, রাজ্য পরিবেশ দফতর, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং শ্রম দফতরের নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তারা আক্রান্ত প্রান্তিক পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ায়নি। তিনি বলেন, 'সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে এইসব এলাকার গরিব, অসহায় মানুষগুলি দিন দিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। অথচ সরকার ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি উদাসীন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশে আমি আক্রান্ত এলাকায় ঘুরে সেই রিপোর্ট জমা দিয়েছি।' উল্লেখ্য, এই ব্লকের

উত্তর ২৪ পরগনা

গোয়ালদহ, দেবীতলা, সহ বিভিন্ন এলাকায় সিলিকোসিসে ১৮৯ জন আক্রান্তের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০১২ সাল থেকে মৃত্যু মিছিল চললেও অভিযোগ, আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ায়নি সরকার। সম্প্রতি সবুজের অভিযান, পরিবেশ কর্মী ও বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে আক্রান্ত ও মৃত পরিবারগুলির হাতে চাল, ডাল, আলু ও নানারকম ওষুধ তুলে দেওয়া হয়। এদিন মিনাখাঁর বিডিও সৈয়দ আহমেদও এলাকায় এসে আক্রান্ত পরিবারগুলির সাথে কথা বলেন, বলে জানা যায়। সিলিকোসিসে আক্রান্ত কারিমুল্লা মোল্লা বলেন, 'গত বছর আমার ভাই নাজিম আলি মোল্লা মারা যায়। আমি নিজেও সিলিকোসিসে আক্রান্ত। যে কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারি। অথচ এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি সাহায্য পাইনি। বাইরের কিছু সংস্থার কিছু সাহায্য এসেছে।' আক্রান্ত সফির আলি পাইক বলেন, 'পরিবারের কথা ভেবে বাইরে কাজে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখনও অসুস্থ।

কোনও কাজ করতে পারি না। ছোট ছোট দুটো বাচ্চা। স্ত্রী কোনও রকমে সংসার চালাচ্ছে। আমার চিকিৎসার টাকা পর্যন্ত জোগাড় করা যাচ্ছে না। বাড়িটাও প্রায় ভেঙে পড়েছে। সরকারি কোনও সুবিধা পাচ্ছি না। গত মার্চ মাসে সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান সইদুল মোল্লা। তার বাবা হামিদ মোল্লা বলেন, 'চোখের সামনে ছেলেটা মারা গেল। কিছু করতে পারলাম না। আমার বয়স হয়েছে। সংসার চালাবো কি করে? এখনও পর্যন্ত সরকারি কোনও অনুদানও পেলাম না।' আক্রান্ত পরিবারগুলির অনেকেরই বিপিএল কার্ড নেই। একারণে তারা প্রায় কেউই দুটাকা কেজি দরে চাল পাচ্ছে না। এদিকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে গত মে মাসে রাজ্য সরকারকে মৃতদের পরিবার পিছু চার লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিবারগুলির ভাগ্যে সেই শিঁকে যে কবে ছিঁড়বে এ নিয়ে তারা

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ১ জুলাই – ৭ জুলাই, ২০১৭

বাংলা ভাগ আর কখনই নয়

১০০ বছর আগে এক সময় ব্রিটিশ প্রশাসন লর্ড কার্জন প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে বাংলাকে দু-টুকরো করতে চেয়েছিল। সেই সূচনা। এরপর সেই ব্রিটিশ ফরমান ফিরিয়ে নিতে কার্জন বাধ্য হয়েছিল। সেই সময় বাংলার জাগ্রত জনমত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই পথে নেমে বাংলা ভাগ আটকে ছিল। রবি ঠাকুর থেকে শুরু করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ পন্ডিত ব্যক্তিরা রাখিবন্ধন, অরন্ধনের মাধ্যমে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে সবাইকে জাগিয়েছিলেন। এরপর দেশ ভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে গঙ্গা, পদ্মার মধ্যে দুটি দেশ তৈরি হয়ে গেল। সেদিন এদেশে রবি ঠাকুর কিংবা বাংলার সুভাষ কেউ ছিলেন না। বিদ্রোহী কবির কণ্ঠও সেদিন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সিমলার রাজপ্রাসাদে মাউন্ট ব্যাটেনের মধ্যস্থতায় সেদিন প্রধান মন্ত্রীত্বের পদলোভী জিন্না ও নেহেরু তাঁদের বাপু গান্ধিজীকেও ব্রাত্য করে ভারত ভাগে মেতে উঠেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় পশ্চিমবাংলা রক্ষা পেয়েছিল, রক্ষা পেয়েছিল আমাদের সাধের মহানগর কলকাতা। নইলে আমাদের বাস করতে হত পূর্ব পাকিস্তানে। শ্যামাপ্রসাদকে বাঁচতে দেয়নি নেহেরু কিংবা কাশ্মিরের সেখ আবদুল্লা। কারণ, তাদের চক্রান্তের তিনি শিকার হয়েছিলেন। দেশ ভাগ আটকানো যায়নি। ধর্মের জিগির তুলে ভারত সেদিন ভাগ হয়ে গিয়েছিল।

দার্জিলিং ইতিহাসগত ভাবে, সাংস্কৃতিক ভাবে বাংলার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্রেফ ক্ষমতা আর অর্থের তাড়নায় সহজ সরল লড়াকু গোর্খা জাতিগোষ্ঠীকে তাতিয়ে তোলা হচ্ছে। পাহাড়ে শুধু গোর্খা নয় আরও অনেক জনগোষ্ঠীর বাস। দেশ গঠনে তাদের ভূমিকা অনন্য। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিকে আঘাত করতে বারং বার ধর্ম আর জাতি গোষ্ঠীকে উসকে দেওয়া হয়েছে। সুবাস ঘিসিং থেকে শুরু করে আজকের বিমল গুরুং প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীর কথা ভেবে আগুন নিয়ে খেলা করেছেন। কিছু ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার পর তাদের চেহারা পাহাড়বাসী দেখেছে। দার্জিলিং বাংলার মুকুট সম। এখানে বাংলার অসংখ্য প্রতিভাবান ব্যক্তির ভাবনা চিন্তা জড়িয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু থেকে সুভাষ চন্দ্র, নিবেদিতা থেকে জগদীশ চন্দ্র আরও অনেক গুণী মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দার্জিলিং। একটি ছোট্ট জেলা কিন্তু তার ঐতিহ্য অনেক। যা কোনও দিনই রাজ্য হিসেবে আলাদা হওয়া সম্ভব নয় বাস্তবে। কিন্তু এই সহজ সত্য সেদিন ঘিসিংরা বুঝতে পারেননি। যেমনটা আজ বুঝতে পারছেন না বিমল গুরুংয়ের দল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়কে দু-হাতে ভরিয়ে দিয়েছেন। প্রতিদানে পাহাড়ের কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী ও তাদের নেতার দল আগুন নিয়ে মেতে উঠতে চাইছেন। এর ফল কখনই শুভ হতে পারে না।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

প্রত্যেকেরই কর্তব্য-নিজ নিজ আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করা। অপর ব্যক্তির আদর্শ লইয়া তদনুসারে জীবন গঠনের চেষ্টা করা অপেক্ষা ইহাই উন্নতি লাভ করার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায়। অপরের আদর্শ হয়তো জীবনে কখনই পরিণত করা সম্ভব হইবে না। মনে কর আমরা একটি শিশুকে একেবারে কুড়ি মাইল ভ্রমণ করিতে বাধ্য করিলাম। শিশুটি হয় মরিয়া যাইবে, নয়তো হাজারে একজন বড়জোর ওই কুড়ি মাইল কোনপ্রকারে হামাগুড়ি দিয়া অবসন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবে। সচরাচর আমরা মানুষের সহিত এইরূপ ব্যবহারই

করিয়া থাকি। কোন সমাজে সকল নরনারীর মন এক ধরনের নয়, সকলের ধারণাশক্তি বা কর্মশক্তিও একরূপ নয়, তাহাদের আদর্শগুলির কোনটিকেই অবজ্ঞা করিবার অধিকার আমাদের নাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শে পৌঁছিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুক। আমাকে তোমার বা তোমাকে আমার আদর্শের দ্বারা বিচার করা ঠিক নয়। ওক বৃক্ষের আদর্শে আপেলের অথবা আপেল বৃক্ষের আদর্শে ওকের বিচার করা উচিত নয়। আপেল বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে আপেলের এবং ওক বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে ওকের আদর্শ লইয়াই বিচার করা আবশ্যক।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির পরিকল্পিত নিয়ম। ব্যক্তিগতভাবে নরনারীর মধ্যে প্রভেদ যতই থাকুক না কেন, পশ্চাতে সেই একত্ব রহিয়াছে। বিভিন্ন চরিত্র এবং বিভিন্ন শ্রেণির নরনারী সৃষ্টি নিয়মের স্বাভাবিক বৈচিত্র্য মাত্র। এই কারণে একই আদর্শ দ্বারা সকলকে বিচার করা অথবা সকলের সম্মুখে একই আদর্শ স্থাপন করা উচিত নয়। এইরূপ কর্মপ্রণালী কেবল অস্বাভাবিক সংগ্রাম সৃষ্টি করে। তাহার ফল এই দাঁড়ায় যে, মানুষ নিজেকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে এবং তাহার ধার্মিক ও সৎ হইবার পক্ষে বিশেষ বাধা উপস্থিত হয়। আমাদের কর্তব্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজের সর্বোচ্চ আদর্শ অনুসারে চলিবার চেষ্টায় উৎসাহিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই আদর্শ সত্যের যতটা নিকটবর্তী হয়, তাহার জন্যও চেষ্টা করা।

আমরা দেখিতে পাই,অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু ধর্মনীতিতে এই তত্ত্বটি স্বীকৃত হইয়াছে,তাঁহাদের শাস্ত্রে ও ধর্মনীতি বিষয়ক পুস্তকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই সকল বিভিন্ন আশ্রমের জন্য বিভিন্ন বিধির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ফেসবুক বার্তা

পিতৃস্নেহে বিদ্রোহী কবি। সঙ্গে স্ত্রী প্রমীলাদেবী

উপেনের 'দুই বিঘা' দখল করতে পাহাড়ে গিয়ে মমতা 'মা' থেকে 'সৎ মা' হলেন

নির্মল গোস্বামী

স্বামীজি কোথায় যেন আলোচনায় বলেছিলেন যে একজন গরিবকে যাদের অর্থ তাদের অনেকেই সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সে আমার সমপর্যায় উঠে আসবে এমন সাহায্য কেউ করতে চায় না। বিমল গুরুংদের সঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর মধুচন্দ্রিমা ছেদ হওয়ার পিছনে নেত্রীর এমন মনোভাবই কাজ করেছে। তিনি নিজে GTA গঠন করেছে। GTA-এর অর্থ গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এখানে কিন্তু গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে কিছুদূর পর্যন্ত মানা হয়েছে। ল্যান্ড না বলে টেরিটরি বলছে। পলিটিক্যাল সায়েন্সের ভাষায় টেরিটোরি মানে ভূখন্ড । একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে টেরিটরি অন্যতম একটি বৈশিষ্ট। একটি রাজ্যের মধ্যে যদি একটি জনজাতির নামে নির্দিষ্ট ভূখন্ডের চিহ্নিতকরণ হয় এবং সরকার তাকে স্বীকৃতি দেয় এবং দুএকটি বিষয় ছাড়া বাকি বিষয়ের উপর প্রশাসনিক ক্ষমতা দেয় তাহলে তা আলাদা রাজ্য না হলেও অনেকটা স্বায়ত্ব শাসন হাতে পায়। এবং এই জন্যই গুরুং জিটিএ-তে রাজি হয়। বামফ্রন্ট সরকার কিন্তু দার্জিলিং হিল কাউন্সিল গঠন করেছিল। সেখানে জাতির নামে সীমানা নির্দিষ্ট হয়নি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন করেনি অতিবড় শত্রুও একথা বললে বিশ্বাস করবে না। বিধায়ক এমপি মন্ত্রীরা নিজের মস্তিষ্ক থেকে একটা যাত্রী প্রতীক্ষালয় কিংবা একটা শৌচালয় নির্মাণ করার স্বাধীন চিন্তা করতে পারে না। ওইটুকু করতে গেলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা চাই।

গণতন্ত্রে বিরোধীদের ভূমিকাকে অনেক দলই মান্যতা দেয় নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের থেকে একটু বেশি সচেতন এই বিষয়ে। তাই কোথাও বিরোধীদের থাকা পছন্দ করেন না। অন্যদলের নির্বাচিত সদস্যদের দল ভাঙিয়ে নিজের দলে আনার ক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তৃণমূল দল। সারা ভারতে তার জুড়ি মেলা ভার। যারা নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত মমতার দলকে গালাগাল দিয়েছে, তারাই ফল বের হওয়ার পরই বুঝতে পারল যে মমতার উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতে হবে। তাই সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল উন্নয়ন করার জন্য। আমার নিজের গ্রাম পঞ্চায়েতে বাম আমলে কংগ্রেসের একজন কখনও দুজন জিততো। কই তাদের তো পঞ্চায়েতের কাজ কর্ম করতে কোনও অসুবিধা হয়নি। উল্টে বিরোধী সদস্যদের এলাকায় বেশি কাজ হত। তৃণমূল ভয় অথবা লোভ এই দুয়ের দৌলতে অন্য দলের জেতা সদস্যদের দলে নিচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই দল বদল করার অধিকার আছে ,কজন প্রার্থীর আবার দলের আদর্শের আকর্ষণে মৌমাছির মতো মধু লোভীগণ তৃণমূলে যোগ দিলে

তাদের দলে ঠাঁই দেওয়ার অধিকারও সংবিধান সম্মত। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আছে— যারা জনগণের রায়কে সম্মান জানাতে চায়, যারা গণতন্ত্রের কথা বলে, সেই দল ও দলত্যাগীদের উচিত নয় কি পূর্বতন দলের প্রতীকে জেতা আসন থেকে পদত্যাগ করা! পদত্যাগ করে তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও।

আর তৃণমূলের তো বলা উচিত যে ভাই তুমি আগে পদত্যাগ কর তারপর দলে এসো। ময়দান তো ফাঁকা। তৃণমূলের নামেই জিতে যাবে। তাহলে কেন এই অগণতান্ত্রিক পন্থাকে আঁকড়ে ধরছে তৃণমূল? ছোটখাটো নয়, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস নেতাকে মিথ্যা খুনের মামলায় জড়িয়ে দলে টানছে কেন? কেন এই হীনপন্থা অবলম্বন? সরকারের যথেষ্ট গরিষ্ঠতা রয়েছে। এই কেন এর উত্তর হচ্ছে মানসিকতা। তারা কোথায় কাউকে রাখবে না এটা একটা নেশার মতো। আমি উন্নয়ন করেছি তাই আমি যা ইচ্ছা তাই করব! গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাথে মমতার দ্বন্দ্বের বীজ লুকিয়ে রয়েছে এইখানেই। জিটিএ চুক্তি করেছে বটে কিন্তু বোর্ড তৈরি করে দিয়েছে। এখানে GTA-এর নির্বাচিত বোর্ড আছে তাদের আলাদা করে টাকা দেওয়া হয় উন্নয়নের জন্য সেখানে প্রতি জনজাতির জন্য আলাদা আলাদা বোর্ড গঠনের প্রয়োজন কি? তাছাড়া সরকারের সমস্ত রকম জনমুখী প্রকল্প রূপায়ণ হয় পঞ্চায়েত ও পুরসভার মাধ্যমে। বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, দুটাকা চাল, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, একশো দিনের কাজ, ইন্দিরা আবাসনের ঘর দেওয়া এ সবই তো পঞ্চায়েত ও পুরসভা করে থাকে। পরিকাঠামোর কাজও ওই সব সংস্থার মাধ্যমে হয়। এরপর GTAআছে। তারপর আলাদা বোর্ডের প্রয়োজন আছে কি? আছে রাজনীতির প্রয়োজন। এতবার পাহাড়ে যাওয়ার প্রয়োজন কি মুখ্যমন্ত্রীর? উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ছুটতে হবে কেন? সরকারি দফতর উন্নয়নের মাধ্যম। GTA এলাকায় কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দফতর নেই? আসল প্রয়োজন রাজনীতি। উপেনের দুই বিঘে না পেলে প্রস্ত ও দৈর্ঘ্যে বাগান খানা সমান হবে না যে। উন্নয়নের নামে আসলে পাহাড়ে 'রেডেডেনড্রন'এর পাশে ঘাসফুলের চাষ করতেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘন ঘন পাহাড়ে যাওয়া। আর মিরিক হাতছাড়া হওয়ার পর বিমল গুরুং মর্মে মর্মে এটা উপলব্ধি করতে পারল। অডিট টা ছিল মমতার তুরুপের তাস। অডিটে গরমিল হবেই। আর সেটাকে অস্ত্র করে গোর্খা জনজাতির উন্নয়নের টাকা গুরুং এবং তার দল আত্মসাৎ করছে এই প্রচার অথবা প্রয়োজনে অর্থ তছরূপের মামলায় গ্রেফতার জিটিএকে ঘাসফুলের দখলে আনাই ছিল মমতার লক্ষ্য। বিমল গুরুং বুঝেও কিছু করতে পারছিল না। হাতে ইস্যু ছিল না। বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে গুরুং এর হাতে সেই অস্ত্র তুলে দিল মমতা নিজেই। গোর্খা জাত্যাভিমান কে খুঁচিয়ে জাগাবার মতো বিষয় পেয়ে গেল গুরুং। এরপর অডিট টিম পাঠানো আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করল। এতো দিন মমতা পাহাড়ের 'মা' ছিল এখন 'সৎ মা'-এ পরিণত হল।

গোর্খাদের বুঝতে ভুল হয়েছে মমতা সরকারের। ভেবেছিল কংগ্রেস, সিপিএম কর্মীদের ভাঙিয়ে নিয়ে তাদের যেমন দিনদিন দুর্বল করে দিয়েছে, গুরুং-এর অবস্থাও ওই রূপ হবে।হরকাবাহাদুর আলাদা দল করেছে। ঘিসিং-এর দলের সঙ্গে মোর্চার চির শত্রুতা, তার উপর লেপচা ইত্যাদি বোর্ড করে বিভেদ করে দেওয়া গিয়েছে। আবার মিরিক দখল ও প্রতিটি পুরসভায় জেতা সদস্য আছে তৃণমূলের। সুতরাং পূর্বের শক্তি নেই রোশন গিরি-গুরুংদের । তাই বন্ধ রুখতে প্রচন্ড দমনপীড়ন কেই বেছে নিল সরকার। ভেবেছিল পুলিশ সৈন্য দেখে গুরুং রণে ভঙ্গ দেবে। কিন্তু ফল হল উল্টো, সরকারি দমন পীড়ন যত বাড়ল পাহাড়বাসীরা তত এককাট্টা হয়ে বন্ধ সমর্থন করল। সরকার যদি ভেবে থাকে যে কিষেণজিকে মেরে যেমন মাওবাদীদের স্তব্ধ করা গিয়েছে, তেমনি ভাবে খুনের মামলা দিয়ে গুরুংকে গ্রেফতার করলে পাহাড় আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে, তাহলে ভুল করবে সরকার। কারণ মাওবাদীরা ছিল নিষিদ্ধ গেরিলা সংগঠন, জনভিত্তি ছিল না। আর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সংবিধান সম্মত দল। তার জনভিত্তি সুদৃঢ়। ফলে সব ক্ষেত্রে একই দাওয়াই কাজ করবে না। সরকারকে সংবেদনশীল হয়ে ধৈর্যের সঙ্গে অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে। মিলিটারি দিয়ে কাশ্মীরকে বশে রাখা যায়নি। উন্নয়নেও তারা আপ্লুত হয় নি। তেমনি ১৯০৭ সালের দাবি থেকে সহজে যে তারা সরে আসবে না তা রাজনীতির কারবারীদের অজানা নয়। এখন অপেক্ষা করে থাকা কে জেতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না গোর্খাজাতির অস্মিতা।

ইন্টারনেট বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে সংবাদমাধ্যমে: রাষ্ট্রপতি

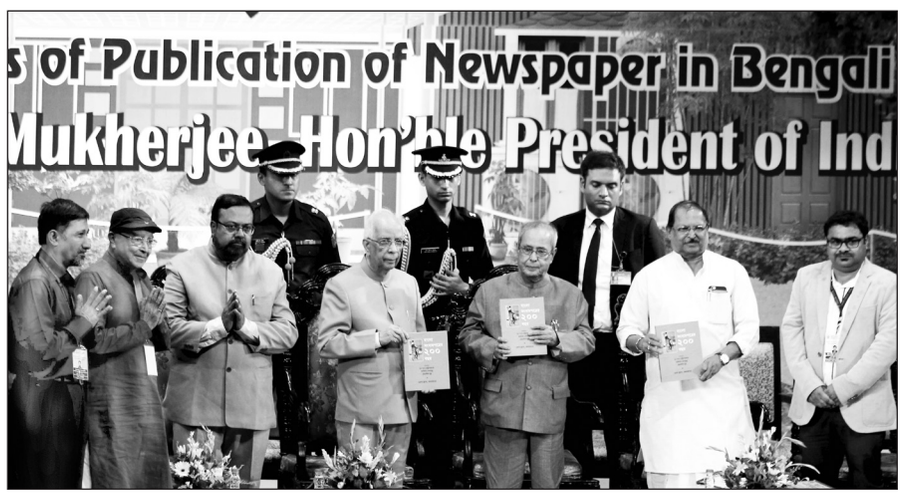

পার্থসারথি গুহ: ইন্টারনেট চালু হওয়ার পর থেকে সংবাদমাধ্যম জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। শুক্রবার 'বাংলা সংবাদপত্রের ২০০ বছর' শীর্ষক কলকাতা প্রেস ক্লাবের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে রবীন্দ্রসদনে এই মন্তব্য করেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। একইসঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের লড়াইয়ে বাংলা সংবাদপত্র যে বড় ভূমিকা নিয়েছিল সে কথাও উদ্দীপ্ত কণ্ঠে তুলে ধরেন তিনি। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক নেতারা একে অপরের পরিপূরক। নেতাদের যেমন সংবাদমাধ্যমের প্রয়োজন হয়, একইভাবে সাংবাদিকদেরও খবর করার তাগিদে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়। বর্তমান অসহিষ্ণু পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই তিনি এও বলেন, গণতন্ত্রে অসংখ্য মতামত থাকবে, এবং সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। সহজ-সরল ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, বাগানে রংবেরঙের অনেক ফুল ফোটে। তেমনি গণতন্ত্রেও নানা মতের বিকাশ ঘটা অত্যন্ত জরুরি।

প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর এটাই শেষ কলকাতা তথা রাজ্য সফর। স্বাভাবিকভাবেই তিনি আবেগবিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন। একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতিকে এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে পেয়ে আপ্লুত ছিল কলকাতা প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ও বর্ষীয়ান মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। নিজেদের বক্তব্যে কৃতজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন প্রেস ক্লাবের বর্তমান সভাপতি স্নেহাশিস শূর ও সাধারণ সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক। রবীন্দ্রসদনের এই অনুষ্ঠানে কার্যত উপচে ভরা ভিড় ছিল এদিন। বহু প্রবীণ সাংবাদিককেও দেখা যায় অনুষ্ঠানে শামিল হতে। উপস্থিত ছিলেন অভিজ্ঞ সাংবাদিক স্বপন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। **–ছবি : বলাই গিরি**

হেরিটেজ চন্দননগর কলেজ আজ জরাজীর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি শতোত্তর রজতজয়ন্তী বর্ষে (১২৫ বছর) পদার্পণ করল হুগলি জেলার চন্দননগর কলেজ। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ফাদার বার্থে প্রতিষ্ঠিত 'একল দ্য স্যাঁৎ মারি' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে ১৮৯১ খ্রীঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কলেজ শিক্ষার প্রথম ধাপ এফ.এ. পাঠক্রম শুরু হয়েছিল। পরের বছর এই কলেজের ছাত্ররা প্রথম এফ.এ. পরীক্ষা দেন। ১৯০১ খ্রীঃ চন্দননগরের প্রাক্তন ফরাসী শাসক ইতিহাসখ্যাত যোসেফ ফ্রাঁসোয়া দ্যুপ্লেক্সের নামে প্রাচীন এই বিদ্যায়তনের নামকরণ হয়েছিল কলেজ দ্যুপ্লেক্স'। 'একল দ্য স্যাঁৎ মারি' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার প্রায় ৪৩ বছর পরে ১৯০৫ সালের স্বদেশী কর্মকান্ডের জন্য ১৯০৮ খ্রীঃ তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রায় ২৩ বছর পর ১৯৩১ খ্রী: এই কলেজ পুনরায় খোলা হয়। কলেজ পুনরায় খোলার পর প্রথম বছর ছাত্র ভর্তি হয়েছিল মোট ১১৮ জন – আই . এ. প্রথম বর্ষে ৩৯, আই .সি.এস.সি প্রথম বর্ষে ৪২, আই . এ. দ্বিতীয় বর্ষে ১৪ এবং আই .সি.এস.সি প্রথম বর্ষে ২৩। প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র রায় এই কলেজের উপাধক্ষ্য এবং তর্কশাস্ত্র ও ইংরেজি বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। উল্লেখ্য বিখ্যাত বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত কলেজ দুপ্লেক্স থেকে এনট্রান্স (১৯০৪ সাল) ও এফ. এ পরীক্ষায় (১৯০৬ সাল) উত্তীর্ণ হয়ে হুগলি কলেজের ছাত্র হিসেবে ১৯০৮ সালে বি.এ. পরীক্ষা

দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীঃ ২৭ নভেম্বর ফরাসি বারতের গভর্ণর মঁসিয়ে বারঁ পন্ডিচেরী থেকে চন্দননগরে এলেন এবং 'ফ্রি সিটি' বা 'মুক্ত নগরী' ঘোষণা করেন। 'মুক্ত নগরী' চন্দননগর শাসন – পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৪৮ খ্রী: ১৭ মে এই কলেজের নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম রাখা হয় 'চন্দননগর কলেজ'। কলেজ দ্যুপ্লেক্স' –এর স্কুল অংশ তার প্রাক্তন ছাত্র অমর শহিদ কানাইলাল দত্তের নামানুসারে 'কানাইলাল বিদ্যামন্দির' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৫১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের হাতে চন্দননগরের আইনত হস্তান্তর স্বীকার করে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। ওই বছরই ১১ এপ্রিল ফরাসি জাতীয় পরিষদে অনুমোদন লাভ করল এবং ৯ জুন চন্দননগরের পরিচালন ব্যবস্থা ভারত সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এল। ওই বছর ২ অক্টোবর চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হল। এইভাবে ১৯৫৪ খ্রী: ২ অক্টোবর থেকে চন্দননগর কলেজ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের অধীনে অন্যতম সরকারী কলেজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল এবং কলেজের বর্তমান অধ্যায় শুরু হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাবিদ্যালয়রূপে আত্মপ্রকাশ করার পরের বছর কলেজে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৭৩০ জন – কলা বিভাগে ৩৩৪ জন, বিজ্ঞানে ৩২৩ জন ও বাণিজ্য শাখায় ১২৭ জন। এদের মধ্যে কলা বিভাগে ১১১ জন ও বিজ্ঞানে ১১ জন ছাত্রী ছিলেন। ১৯৬০ সাল থেকে এই কলেজ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। শতোত্তর রজতজয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করেও সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কলেজের ভবনের বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে পড়ছে। কলেজের হেরিটেজ বিল্ডিং এর ছাদে ওঠার দরজা ভাঙা, ছাদের সিঁড়ির ওপরে কোন দরজাও নেই। দিনে – রাতে যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কলেজ বিল্ডিং এর একটি অংশে শনি ও রবিবার ছুটির দিনে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন – পাঠন ও অফিসের কাজকর্ম চলে। কলেজে স্নাতক স্তরে সাম্মানিক ফরাসি ভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ রয়েছে। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস সরকার জানান, সরকার কলেজের প্রাচীন বিল্ডিং কে হেরিটেজ বিল্ডিং ঘোষণা করেছে। এই কলেজে স্নাতক স্তরে প্রায় ১৯ টি বিষয় ও স্নাতকোত্তর স্তরে ফরাসি ভাষা, ভূগোল ও বাংলা সহ প্রায় ৩ টে বিষয় পড়ানো হয়। কলেজে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৪,০০০। দেবাশিসবাবু জানান, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমাদের দুটি প্রস্তাব রয়েছে। যথা – ১) এই কলেজে হেরিটেজ চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠুক। ২) এই চন্দননগর অঞ্চলের পর্যটনকে নিয়ে একটি কেন্দ্র গড়ে উঠুক যেখানে মানুষ এই অঞ্চল সম্বন্ধে জানতে পারবে, তার জন্য কমিউনিকেটিভ ইংরাজি ও ফ্রেঞ্চ শেখানো হবে। এর পাশাপাশি এই হেরিটেজ ভবনের ভেঙে পড়া বিভিন্ন অংশ রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্গঠনের জন্য সরকার অবিলম্বে দায়িত্ব নিক বলে দেবাশিসবাবু জানান।

জেটি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি ভদ্রেশ্বর তেলিনিপাড়া গঙ্গার ঘাটে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ১৯ জন। স্থানীয় কিছু মানুষের সহায়তায় প্রায় ৭০ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। এই ভদ্রেশ্বরের জেটি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার অঙ্গীকার এবং অন্যের জীবন বিপন্ন বাঁচানোর সাহসীদের কুর্নিশ জানাতে হুগলি প্রেস ফোরামের পক্ষ থেকে চন্দননগর পুরনিগমের সহায়তায় চন্দননগর রবীন্দ্র ভবনে 'পাশে থাকার অঙ্গীকার' এক মনোজ্ঞ সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুগলির সাংসদ রত্না দে নাগ, রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার, জেলাশাসক সঞ্জয় বনশল, মহকুমা শাসক সানা আখতার, জেলার পুলিশ সুপার সুকেশ জৈন, জেলা তথ্য ও সস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক মন্দাক্রান্তা মহালনবিশ, চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী, চুঁচুড়ার পুরপ্রধান ও উপ – পুরপ্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জী ও অমিত রায় ভদ্রেশ্বরের পুরপ্রধান মনোজ উপাধ্যায়, বাঁশবেড়িয়ার পুরমাতা অরিজিতা শীল, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মনোজ চক্রবর্তী, শান্তনু ব্যানার্জী, অন্বয় মুখার্জি, সাংবাদিক প্রবীর মুখার্জি, জাতীয় কবি অরুণ চক্রবর্তী প্রমূখ। অনুষ্ঠানে দুর্ঘটনায় নিহত প্রায় ১৭ জনের পরিবারের হাতে প্রায় ১০,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্তদের উদ্ধারকারী প্রায় ৪৫ জনকে মানপত্র, উত্তরীয়, স্মারকচিহ্ন ও উপহার সামগ্রী দিয়ে ফোরামের পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়।

আর্সেনিকমুক্ত জল চায় জাজিগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: বীরভূম জেলার জাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামগুলির এখন চাহিদা আর্সেনিকমুক্ত জল। যখন তীব্র দাবদাহে বীরভূম জেলা জলকষ্টে জেরবার তখন জাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামগুলির চাহিদা আর্সেনিকমুক্ত জল। যা এক গুরুত্বপূর্ণ দাবি বলায় যায়। ৯টি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে জাজিগ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রামগুলিতে জলের কষ্ট নেই। কিন্তু জাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামগুলির জলে আছে আর্সেনিক। তাই এবার এইসব গ্রামগুলি আর্সেনিকমুক্ত জলের দাবি জানায়। জাজিগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মলয়শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'জাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের ৯টি গ্রামে মোট টিউবওয়েল আছে ৩১৭টি। আর্সেনিকমুক্ত জল পাওয়া গেলে অসুখ বিসুখের ভোগান্তি কমবে।' জলে আর্সেনিক থাকার কথা মানেন জাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রহিম মোল্লা। তবে পঞ্চায়েতের এক কর্মী বলেন, 'বর্ধনপুর ও জাজিগ্রাম গ্রামের জল আর্সেনিক মুক্ত হয়েছে।' এখন জাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের বাকি ৭টি গ্রামের জলকে আর্সেনিকমুক্ত করাই লক্ষ্য।

দাদার খুনে ভাইয়ের যাবজ্জীবন

অভীক মিত্র : বৌদির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জেরে দাদাকে নৃশংসভাবে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হল ভাইয়ের। বীরভূম জেলার লোকপুর থানার নিঙ্গা গ্রামে ২৬ আগস্ট ২০১৬ সালে বাড়িতে নৃশংসভাবে খুন হয় প্রকাশ চক্রবর্তী। পাশ থেকে উদ্ধার হয় শাবল। পালিয়ে যায় ছোটো ভাই প্রভাত চক্রবর্তী। বাবা মন্টু চক্রবর্তী ছোটো ছেলে প্রভাত চক্রবর্তীর নামে লোকপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। আদালতে আত্মসমর্পণ করে প্রভাত। ২১ জুন দুবরাজপুর আদালতের বিচারক মোল্লা আসগর আলি অভিযুক্ত প্রভাত চক্রবর্তীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ৫০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের কারাবাসের নির্দেশ দেন।

বাস দুর্ঘটনায় মৃত ১, জখম ২৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, চিনপাই : ২১ জুন সকাল ৯টা নাগাদ বীরভূম জেলায় দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মারা গেল এক যুবক। জখম হয়ে চিকিৎসাধীন ২৬ জন। ২১ জুন সকালে বীরভূম জেলার সদাইপুর থানার চিনপাই গ্রামে দুটি বেসরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হয়ে ২৫ জন সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, সিউড়ি থেকে বাহাদুরপুর যাচ্ছিল বেসরকারি লোকাল বাস 'মিলি' এবং আসানসোল থেকে সাঁইথিয়া যাচ্ছিল এক্সপ্রেস বাস 'মা মহামায়া'। স্থানীয় গ্রামবাসীরা ছুটে এসে আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায়। আসে সদাইপুর থানার পুলিশ। ৬০ নং জাতীয় সড়কে সৃষ্টি হয় যানজটের । 'মিলি' বাসের চালকসহ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে কাঁচের টুকরো। বাস দুটিকে ঘিরে রয়েছে উৎসুক জনতা। দুপুরে আহতদের সিউড়ি সদর হাসপাতালে দেখতে যান কালোসোনা মন্ডল, রামকৃষ্ণ রায়, কৃশানু সিং সহ বীরভূম জেলার বিজেপির ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। অন্যদিকে, ২১ জুন সকাল ১১টা নাগাদ দুবরাজপুর দরবেশপাড়ায় দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মারা গেল এক যুবক। মৃতের নাম ফজুদ্দিন আলি (৩০)। বাড়ি ইদিলপুর গ্রামে। গুরুতর জখম অবস্থায় অপর চালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

খুন মা ও ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় অবৈধ সর্ম্পকের জেরে নৃশংশভাবে খুন হল আদিবাসী মা ও ছেলে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত প্রেমিককে। ২২ জুন ভোরবেলা পাতা কুড়োতে গিয়ে দুবরাজপুর থানার নিরাময় পাহাড়িয়া জঙ্গলে গাছে বাঁধা অবস্থায় এক মহিলা ও বালকের দেহ দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরেরদিন পুলিশ মৃতদেহ দুটির পরিচয় জানতে পারে। মৃতেরা হল চুরকি মুর্মু (৩৮) এবং সোমনাথ মুর্মু (১২)। সম্পর্কে তারা মা ও ছেলে। বাড়ি পাড়ুই থানার রাইপুর গ্রামে। পুলিশ তদন্তে নেমে পাড়ুই থানার যাদবপুর গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত শেখ জিকরিয়াকে।

স্বামী মারা যাওয়ার পর জিকরিয়ার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে চুরকির। তারা একসঙ্গে রায়পুর গ্রামে বাড়ি ভাড়া করে থাকত। বছরখানেক আগে সম্পর্কের অবনতি হবার জন্য ছেলেকে নিয়ে লায়েকবাজারে থাকত চুরকি। জেরায় অভিযুক্ত জিকরিয়া জানিয়েছে, ২১ জুন রাতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে ডেকে চুরকিকে খুন করে গাড়িতে তোলে। তারপর সোমনাথকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। তারপর নিরাময় পাহাড়িয়া জঙ্গলে মৃতদেহগুলি ফেলে দিয়ে যায়। অভিযুক্ত শেখ জিকরিয়াকে ২৪ জুন শনিবার দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

সম্পত্তি না লেখায় প্রহৃত মা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্পত্তি লিখে দেওয়ার দাবিতে বৃদ্ধা মাকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো ঘরজামাই ও মেয়ের বিরুদ্ধে। বৃদ্ধার নাম চানুবালা লেট। কিছুদিন আগেই মেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ে দিয়েছিলেন ময়ূরেশ্বরে রঞ্জিত বাগ্দীর সঙ্গে। বিয়ের পর থেকে মোহনপুর গ্রামে চানুবালার সাথে থাকত লক্ষ্মী ও রঞ্জিত। ২১ জুন রাতে সম্পত্তি লিখে দিতে না চাওয়ায় বৃদ্ধা চানুবালাকে লাঠি দিয়ে নৃশংশভাবে মারধর করে মেয়ে লক্ষ্মী ও ঘরজামাই রঞ্জিত। প্রতিবেশীরা অচৈতন্য চানুবালাকে উদ্ধার করে বোলপুর সিয়ান হাসপাতালে ভর্তি করে। নানুর থানার পুলিশ মেয়ে লক্ষ্মী ও ঘরজামাই রঞ্জিত বাগ্দীকে আটক করেছে।

পুরসভা নির্বাচন ৬ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, নলহাটি : বীরভূম জেলার নলহাটি পুরসভা নির্বাচন আগামী ৬ আগস্ট। ১৬টি ওয়ার্ড নিয়ে ২০০২ সালে প্রথম পুরসভা নির্বাচন হয়েছিলো নলহাটিতে। তারপর ২০০৭, ২০১২ সালের পর এইবছর হবে চতুর্থ নির্বাচন। কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছে নলহাটি পুরসভার মেয়াদ। বর্তমানে প্রশাসক হিসাবে দায়িত্বে আছেন রামপুরহাট মহকুমাশাসক সুপ্রিয় দাস। বর্ধমান – সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন এবং রামপুরহাট আজিমগঞ্জ রেল লাইনের সংযোগস্থল নলহাটি জংশন রেলস্টেশন। শাসকদল তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস কেউ কাউকে এতোটুকু জমি ছাড়তে রাজি নয়। ১৬টি ওয়ার্ডের নলহাটি পুরসভা নির্বাচনে লড়াই যে হাড্ডাহাড্ডি হবে তা এখন থেকেই বলাই যায়।

সংশোধনী

গত ২৪ জুন থেকে ৩০ জুন তারিখে প্রকাশিত আলিপুর বার্তার পাঁচের পাতায় নোটিশ ইনভাইটিং টেন্ডার বিজ্ঞাপনে ডেসক্রিপশন অফ আইটেমে প্রথম লাইনে 'Printing of Social Audit and Books (A-4 size page, 70 gsm' -এর পরিবর্তে পড়তে হবে 'Printing of Social Audit hand Books (A-4 size page, 70 gsm' ।

এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

আলিপুরে ১১তম পরিসংখ্যান দিবস উদযাপন

কুণাল মালিক

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বৃহস্পতিবার আলিপুর নবপ্রশাসন ভবনে পালিত হল ১১তম পরিসংখ্যান দিবস। পরিসংখ্যান ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিতে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হল। প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) সাগর চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়।

মূল অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল 'তথ্য বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিশ্চয়তা' বিষয়ক কর্মশালাটি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান ও প্রকল্প পর্যবেক্ষণ দফতরের অধীনস্থ ফলিত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান করণের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা শাখার সহ অধিকর্তা শ্রীমতী সোনালী রায়চৌধুরী।

বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পঞ্চানন্দ দাশ ও পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, ইউ কো ব্যাঙ্কের পূর্বতন ডিরেক্টর পার্থ চন্দ, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপিকা ড. পারমিতা মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্যরা।

মন্দিরবাজারে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ৪

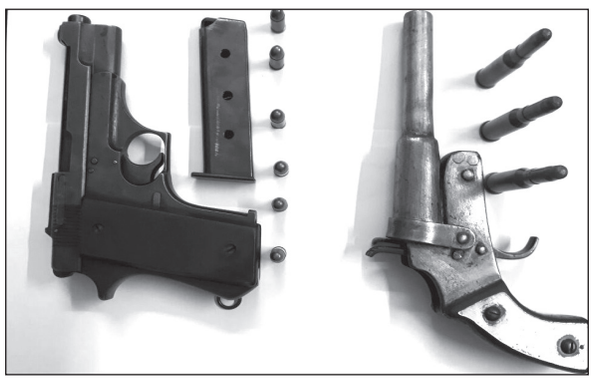

বিশ্বজিৎ পাল, মন্দিরবাজার : গত মঙ্গলবার গভীর রাতে নিশাপুর এলাকায় একটি গাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করা হয় চারজনকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মগরাহাটের বাসিন্দা কুখ্যাত আবদুল কালাম নস্কর সহ ৩ জন দুষ্কৃতী একটি গাড়ি করে যাচ্ছিল অসামাজিক কাজের উদ্দেশ্যে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মন্দিরবাজার থানার ওসি বাপী রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ নিশাপুর এলাকায় হান া দিয়ে ধরে ফেলে চারজনকে। উদ্ধার হয় ২টি পিস্তল, ৯ রাউ ন্ড কার্তুজ, ভোজালি, লোহার রড। পু লিশ গাড়িটিকেও আটক করে। কালামকে পুলিশ ও বাকিদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে গত ২৬ জুন কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে নদীয়া জেলা বিজেপি। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্যসভাপতি দিলীপ ঘোষ ও প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সত্যব্রত মুখার্জী (জুলুবাবু)। প্রায় ২০ হাজারের বেশি মানুষ উপস্থিত হন এই জনসভায় যা বিজেপির পালে হাওয়া লাগাতে যথেষ্ট। প্রত্যেক বক্তাই রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, রাজ্যে সুশাসনের একমাত্র বিকল্প বিজেপি। জনসভা ঘিরে স্থানীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। –নিজস্ব চিত্র

বাওয়ালির শতাব্দী প্রাচীন রথযাত্রা

রঞ্জনা মন্ডল মুখোপাধ্যায় : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় যে সব উল্লেখযোগ্য রথযাত্রা উৎসবগুলি পালিত হয়, সেগুলির মধ্যে বাওয়ালি মন্ডল জমিদারদের রথযাত্রা হল অন্যতম, আষাঢ় মাসের পুণ্য তিথিতে জগন্নাথ বলরামের রথ যাত্রা এতদঅঞ্চলে খুবই বিখ্যাত ছিল। কাষ্ঠ নির্মিত মূল রথের কারুকার্যের বর্ণনা দীনেশ সেনের 'বৃহৎরথ' গ্রন্থে দেখা যায়। পুরানো রথের বিশাল চাকা অনেকদিন পর্যন্ত বাওয়ালি রথতলায় দেখা যেত। বর্তমানে পুরানো রথের বদলে লৌহকাঠামোর নতুন রথ নির্মিত হয়েছে। রথের দিন বিকেলবেলায় বাওয়ালির শ্যামসুন্দর আটচালা মন্দির থেকে জগন্নাথ বলরামের রথ শোভাযাত্রা সহকারে যাত্রা শুরু করে। রথতলার জোড়াপোল পর্যন্ত এই রথ টানা হয়, শতাব্দী প্রাচীন এই রথযাত্রা ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো।

মৎস্যজীবী নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ জুন ১৫ জন মৎস্যজীবী মা সন্ধ্যা ট্রলারে করে রায়দিঘির জেটি থেকে মাছ ধরতে যায় গভীর

নিখোঁজ মৎস্যজীবী পেটান দাস

সমুদ্রে। ৪ দিন পর গত ২৯ জুন রাতে বঙ্গোপসাগরের কেন্দুয়া দ্বীপ এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়ে ট্রলারটি। উথাল পাথাল সমুদ্রের ঢেউয়ে টালমাটাল ট্রলার থেকে সমুদ্রে পড়ে নিখোঁজ হয়ে যান কাকদ্বীপের অক্ষয়নগর গ্রামের বাসিন্দা মৎস্যজীবী পেটান দাস।

অন্যান্যরা হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানা ও রায়দিঘি থানায় জানালে শুরু হয় তল্লাশি। খবর ছড়িয়ে পড়তেই পেটানের স্ত্রী কদমবালা দাস ও পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। ৩০ জুন ট্রলারটি রায়দিঘি জেটিতে নোঙর করেছে ফিসারম্যান ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রবীন দাস বলেন পরিবারের পাশে সকলে রয়েছে। যথাসাধ্য সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি।

কল্যাণীতে পরিবেশ দিবস পালন

সব্যসাচী সান্যাল : পরিবেশ সচেতন কল্যাণীতে অন্যান্য বছরের মতো এবারও কল্যাণী পুরসভার উদ্যোগে পুরপ্রধান সুশীল তালুকদার, স্থানীয় বিধায়ক রমেন বিশ্বাস, পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার ভাস্কর চক্রবর্তী এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অসিত মুখার্জি, শান্তিপুর স্কুলের শিক্ষক, সরস্বতী ট্রাস্ট স্কুলের ছাত্রীবৃন্দের উপস্থিতিতে বিশ্ব-পরিবেশ দিবস পালিত হলো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে, পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনে ওইদিন কিছু গাছের চারা রোপণ করা হয়। পুরপ্রধান বলেন, কল্যাণী এমনিতেই দূষণমুক্ত শহর এবং বনসৃজনের ওপর পুরসভা যথেষ্ট সচেতন। পুরসভার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যত্রতত্র প্লাসটিক, থার্মোকলের ব্যবহার এখনও কল্যাণী শহরে দেখা যাচ্ছে। গাছ লাগিয়ে কল্যাণী শহরকে দূষণমুক্ত সবুজ শহর করে তোলার ব্যাপারে কল্যাণীবাসীকে আরো এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বপরিবেশ উদযাপন অনুষ্ঠানে পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করা গেল যেখানে মহিলা কাউন্সিলারদের ৭ জনের মধ্যে ৬ জন উপস্থিত ছিল সেখানে মাত্র গুটি কয়েক পুরুষ কাউন্সিলরের উপস্থিতি।

জনতা দল ইউনাইটেডের অবস্থান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনতা দল (ইউনাইটেড) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে আগামী ৮ জুলাই শনিবার ২০১৭ জনজাগরণ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ধর্মতলায় 'Y' চ্যানেলে (কলকাতা) এক অবস্থান সভার আয়োজন করা হয়েছে।

এই অবস্থান সভার মূল দাবিগুলি 'সম্পূর্ণ মদমুক্ত বাংলা' গঠন এবং কৃষকের ফসলে নূন্যতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি, বাংলাকে পুনরায় ভাগ করার চক্রান্তের প্রতিবাদসহ ৯ দফা দাবিতে এই অবস্থান সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এই সভায় জনতা দল (ইউনাইটেড) এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন এমপি, গুলাম রসুল বালিয়াবি উপস্থিত থাকবেন। সভায় সভাপতিত্ব করবেন দলের রাজ্য কনভেনর অশোক দাস।

বাসন্তীতে ভস্মীভূত ৫টি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: গত বু ধবার দুপুরে আমঝাড়া বাজারে হঠাৎই গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে গেলে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় ৫টি দোকান। যার মধ্যে রয়েছে সেলুন, টেলারিং, বইপত্র ও দু টি চায়ের দোকান। দমকলের ২টি ইঞ্জিন প্রায় ১ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বেশ কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাবের পথ চলা শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৪ জুন বাখরা হাটে নফর সুইট-এর দুতলার ঘরে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল লায়ন্স ইনটারন্যাশনাল ক্লাব বাখরা হাট শাখার। প্রারম্ভিক ২০১৭-২০১৮ সালের জন্য সভাপতি মনোনীত হন। বাখরাহাটের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী কাজল দত্ত। সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ মনোনীত বাখরাহাটের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বাবুরাম মন্ডল এবং সুকুমার মন্ডল।

মোট ১০ জনের বোর্ড অব ডিরেক্টর মনোনীত হয়। শুরুতেই ২২জন সদস্য পদ লাভ করেন। লায়ন্সের প্রাক্তন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর গৌরীশঙ্কর দে, কমলেন্দু দাস সকল সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্লাবের কিছু নিয়মকানুন বুঝিয়ে বলেন এবং শপথ বাক্য পাঠ করান। লায়ন্স-এর মুখ্য উদ্দেশ্য সমষ্টিগতভাবে সমাজসেবা করা— তারই বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর মীনাক্ষী মাইতি প্রথাগতভাবে অনুমোদন প্রদান করেন বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাবকে। সভাপতি কাজল দত্ত সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

ছাত্রীসহ টাকা গয়না লুঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরে জগদ্দলে পঙ্কজ দাস নামে এক ঠিকাদারের বাড়ির কাজের লোক গয়না লুঠ করে ও তার ১৪ বছরের মেয়েকে নিয়ে চম্পট দিল বিহারে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ পঙ্কজবাবুর চোদ্দো বছরের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ঈশিতা দাস মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে বেড়াতে যায় সোনারপুরের বোড়ালে। ঠিক তখনই নিখোঁজ হয়ে যায় সে। এই ঘটনায় সোনারপুর থানায় অপহরণ ও লুঠের অভিযোগ দায়ের হয়। সুত্রের খবর, বছর পঁচিশের যুবক দীপক রায় কাজ করতো পঙ্কজ রায়ের বাড়িতে। সে পঙ্কজবাবুর ব্যবসার কাজ দেখাশুনা ছাড়াও বাড়ির বাজার হাট ও টুকিটাকি কাজ করতো। পঙ্কজবাবুর ব্যবসা জগদ্দলে। ঈশিতা নিখোঁজ হবার পর থেকে দীপকও বেপাত্তা। তার মোবাইলও বন্ধ। আশেপাশের পাড়ার লোকজনদের জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলতে পারেনি ঈশিতা কোথায়। পঙ্কজ বাবু ও তার স্ত্রী মহুয়া বাড়ি ফিরে এসে দেখে বাড়ির সমস্ত আলমারি লকার খোলা। আলমারিতে রাখা ২লক্ষ ৩০ হাজার টাকা উধাও। ঘরের সমস্ত জিনিস পত্র ছড়ানো ছিটানো। পঙ্কজবাবুর পরিবারের অনুমান বিহারের সমস্তিপুরে দীপক তার দেশের বাড়িতে পালিয়েছে। সোনারপুর থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এসে দীপকের ভাড়া বাড়ি থেকে বাবাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পঙ্কজবাবু বলেন শনিবার থেকে মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি জানিয়েছি। কোথাও নেই। এমন কি মেয়ের আধার কার্ড ও অন্যান্য পরিচয় পত্রও নেই। আমরা নিশ্চিত যে দীপক সুস্থ ভাবে পরিকল্পনা করেই এই কান্ড ঘটিয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে আমার মেয়েকে ফিরত নিয়ে আসলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো। সোনারপুর থানার আই সি পরেশ রায় বলেন এটা প্রেমঘটিত ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে। আশা করি মেয়েটি ফিরে আসবে। তবে তদন্ত চলছে। শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী দীপকের পুলিশ হেফাজত হয়, এবং ঈশিতাকে হোমে পাঠানো হয়।

বোড়ালে বেআইনি ঝুপড়ি ভেঙে প্রশাসন

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

বারুইপুর মহকুমা শাসকের নির্দেশবলে সোনারপুরের বোড়ালে ৩২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনন্ত রায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভেঙে দিলেন ১৩টি ঝুপড়ি। জানা গিয়েছে ঠিক এক মাস আগে ১৩টি পরিবার মিলে এইসব ছোট ছোট ঝুপড়ি তৈরি করে লেনিন নগরের একটি সরকারি মাঠে। সকাল থেকে সোনারপুর থানা ও জেলা পুলিশ, আইসি পরেশ রায় সোনারপুর বিডিও, সৈকত মাঝি এবং ডিএসপি (ক্রাইম) এইচএইচ হাসানের উপস্থিতিতে এই উচ্ছেদ অভিযান চলে। এক ঝুপড়ি বাসিন্দা সুনীল সাহা বলেন, আমরা অনন্ত রায়ের সঙ্গে তৃণমূল করি। তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমাকে জেতাও তোমাদের আমি বাসস্থান করে দেবো। কিন্তু আমরা পার্টি করেও কোনো ফল পাই নি। আমরা এখানে নিজেরা বসেছি কেউ কোনো টাকা নেয়নি আমাদের কাছ থেকে। কাউন্সিলর অনন্ত রায়ের দাবি এখানে এক মাতব্বর মধু চৌধুরী ও যুবনেতা বরুণ সরকার এবং বালক সংঘের সম্পাদক প্রসেনজিৎ সরকার, ভোলা মন্ডল ও দীপক মন্ডলরা এদের কাছ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা নিয়ে এই মাঠে ঘর করতে বলেছে। আরও দু জায়গা অটো স্ট্যান্ড, সূর্য সেন পার্কে এই রকম বসতি তৈরি হয়েছে। ঝুপড়ি বাসিন্দারা প্রথমে বাধা দিতে গেলে পুলিশ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। সব মিলিয়ে কোনো গন্ডগোল ছাড়াই উচ্ছেদ অভিযান সম্পন্ন হয়।

সেফ ড্রাইভে শুধু বাইক

জয়িতা কুন্ডু : পথ দুর্ঘটনা রুখতে হাওড়া জেলায় চলছে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ'-এর প্রচার। এই প্রচার শুরু করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকে হাওড়া জেলা গ্রামীণ পুলিশ কোমর বেঁধে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের প্রচারে নেমে পড়েছে। পোস্টার, ব্যানার, হোর্ডিং সহযোগে জেলা জুড়ে চলছে পথ নিরাপত্তার প্রচার। স্কুলে কলেজে অডিও ভিসুয়ালের মাধ্যমে পথ নিরাপত্তার স্বপক্ষে প্রচার চালানো হচ্ছে। তাতে কিছুটা কাজ যে হয়নি তা নয়। গত তিনমাসে পুলিশের দেওয়া পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে হাওড়া জেলায় পথ দুর্ঘটনা এবং তদ্বজনিত মৃত্যু দু'একটি কমেছে। জেলা পুলিশের বক্তব্য এটা সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফেরই সুফল। এটা যদি সাফল্যের একটা দিক হয় এর অন্য একটা দিকও আছে যা ভয়াবহ। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের প্রচার সীমাবদ্ধ থেকেছে শুধুমাত্র মোটর বাইকের ক্ষেত্রে। হেলমেট না পরার জন্য যত্রতত্র অভিযান চালানো হয়েছে। ধরপাকড় হয়েছে একই মোটরবাইকে তিনজন আরোহী থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও। ফলে মোটর বাইক আরোহীরা সচেতন হয়ে গিয়েছেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু যা কমেছে তা সবটাই মোটর বাইক আরোহীদের ক্ষেত্রে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন অন্য যানবাহনের ক্ষেত্রে যে বেনিয়ম চলছে পুলিশ তার দিকে নজর দেবে কবে? মুম্বই রোডে বেআইনিভাবে অটো রিক্সা চলছে অবাধে। যাত্রীরা ঝুলে যাচ্ছেন। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে। একই চিত্র দেখা যাবে জেলার অন্যত্রও। ট্রেকার, অটো রিকশা এবং অন্যান্য ছোট গাড়িগুলি ক্ষমতার থেকে বেশি যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন বেআইনি এই যান চলাচলের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? মোটর-বাইকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে যেমন প্রাণহানি কমেছে তেমনি অন্য ছোট যানগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেও কমানো যেত হতাহতের সংখ্যা। সাধারণ মানুষের এই অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পুলিশ ও প্রশাসনের মধ্যে দেখা গিয়েছে চাপান উতোর। পুলিশের অভিযোগ বেআইনি অটো, ট্রেকার, ছোট গাড়িগুলোকে দেখার কথা মোটর ভেহিক্যাল দফতরের। তারা অভিযান চালালে পুলিশ সাহায্য করতে পারে মাত্র। আবার বক্তব্য তাদের লোকবল নেই। তাই সব সময় অভিযানে যাওয়া সম্ভব নয়। এই লুকোচুরির ফাঁকে প্রশ্ন উঠেছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে।

হাওড়া নস্করপুরের রথ

সঞ্জয় চক্রবর্তী : ১০ আষাঢ় রবিবার পালিত হল প্রভু জগন্নাথদেবের রথ যাত্রা উৎসব। আষাঢ় মাসে শুক্লাপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে দাদা বলরাম ও বোন সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু জগন্নাথদেব রথে চড়ে 'গুন্ডিচা' মন্দির বা আমরা যাকে বলি মাসির বাড়ি সেইখানে বেড়াতে যান। এই হল রথযাত্রা উৎসব। আবার উপনিষদে রথকে মানব দেহের সাথে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে শরীর হল একটি রথ। বুদ্ধিধারী সারথির হাতে থাকে সেই রথের লাগাম। আর মানব দেহের ইন্দ্রিয় গুলি হল এক একটি ঘোড়া। বিশ্ব চরাচরে জগন্নাথদেবকে বিশ্ব রথের সারথি হিসাবে বর্ণনা করা হয়। আর এই বিশ্বচরাচর তারই রশির টানে চালিত হয়।

সর্বকালের সেরা এই উৎসবে রথের কথা বলতে গেলে প্রথমেই পুরীর রথের কথাই মনে আসে। এছাড়া মহেশ-মহিষাদল-গুপ্তিপাড়া এরকম ছোট বড় নানা স্থানে এই উৎসব পালিত হয়। হালে ইসকনের রথ ও বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ রাজ্য জুড়ে যে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে রথ পালিত হয় তা বলা বাহুল্য। হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর ফটিকগাছি রথ তলায় পালিত হয় এই উৎসব শ্রীপ্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শনের জন্য হাজার হাজার ভক্তের ভিড় হয়। বসে মেলা, আর উৎসবে মেলা মানে আনন্দের অন্ত নেই। মেলায় যেমন ছিল খাবারের স্টল তেমনি মনোহারির দোকান। ছিল কচি কাচাদের জন্য মাটির পুতুল পালকি রথ আর সকলের মন কেড়েছে মাটির থালা গ্লাস বাটি। আজকের মোবাইল-এর যুগেও নজর করা ভিড় জমায় কচি-কাঁচারা। এই মেলা ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

উত্তর দিচ্ছেন অরিন্দম

মেয়েটা চলে গেছে পাবো কোথায়?

প্রশ্ন ১ :

মহাশয় আমার মেয়ে কলেজে পড়ে। ওর একটি ছেলের সাথে ভাব ভালোবাসা ছিল। এই নিয়ে গত এক মাস আগে ওকে বাড়িতে একটু শাসন করায় তার পর দিনই বাড়ি থেকে সে চলে যায়। বহু খোঁজাখুঁজি করেও মেয়েকে না পেয়ে থানায় ছেলেটিকে অভিযুক্ত করে একটি দরখাস্ত আমার মেয়ে চলে যাওয়ার দুদিন পর জমা দেই। আজ প্রায় ২৫/২৭ দিন হয়ে গেল থানা কিছুই করছে না, এমন কি আমার অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও কেস রুজু হয়েছে কিনা তাও থানা থেকে জানাচ্ছে না. বড়বাবুও নাকি প্রচন্ড ব্যস্ত থাকায় উনি আমার এবং আমার স্বামীর সাথে দেখা বা কথা বলারও সময় পাচ্ছেন না পুলিশ কোনও অ্যাকশন না নেওয়ায় আমি সিআই এবং এসডিপিওকে জানিয়ে আজও গর্ভধারিণী মা হিসেবে জানতে পারলাম না আমার মেয়ে বেঁচে আছি কিনা? আমি কোথায় গেলে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারব এবং আইনত ব্যবস্থা নিয়ে আমার মেয়েকে উদ্ধার করতে পারব জানালে ভাল হয়। উল্লেখ থাকে আমার মেয়ের বয়স সতেরো বছর।

উত্তর ১ :

এই অভিযোগটি একটি পুলিশ গ্রাহ্য মারাত্মক অপরাধ, থানার বড়বাবু under section 154 Indian Penal Code নির্দেশানুযায়ী যদি ঘটনা সত্য হয় তাহলে কেস নিতে বাধ্য এবং এই আইনের (2)(i) ধারা মতে অভিযোগকারিণীকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে এফআইআর-এর একটি copy দেওয়ার নিয়ম বার বার যোগাযোগ করার ২৬/২৭ দিন পার হয়ে যাওয়ার পরও যদি থানা থেকে কিছু না জানানো হয় এবং circle inspector SDPO যদি কোনও কিছু না জানান এই ক্ষেত্রে U/S 154 IPC3(1) ধারা অনুযায়ী জেলার পুলিশ সুপারকে জানালে উপকৃত হবেন তাছাড়া RTD Act তথ্যের অধিকার আইনেও আপনি সাহায্য পেতে পারেন।

জেনে রাখা ভাল এই RTD Act 15-6-2005এ সংসদে গৃহীত হয়। শুধু এই ধরনের অভিযোগ নয় অন্য বিষয়েও কোনও তথ্য জানতে হলে সংশ্লিষ্ট দফতরের Public information officer (PIO) কে জানাতে হয়। এই ক্ষেত্রে জেলা পুলিশ সুপারকে address করে চিঠি দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার জন্য অনুরোধ করে চিঠি পাঠাতে হবে। প্রত্যেক জেলাতেই একজন P.I.O থাকেন, এই ক্ষেত্রে W.B. Govt Court Fee ধার্য করেছে ১০টাকা এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনও তথ্য জানতে হলে ১০ টাকা ব্যাঙ্ক ড্রাফট, চেক, পোস্টাল অর্ডার দিতে হয়। এইসব নিয়মগুলি মান্যতা দিয়ে দরখাস্ত দিলে ৩৫ দিনের মধ্যে উ ত্তর না জানালে ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত PIO কে জরিমানা করতে পারে।

সাধারণত থানার বড়বাবু থেকে সব অফিসার ফোর্স নানা কাজে প্রচন্ড ব্যস্ত থাকেন স্নান খাওয়ারও সময় পান না। তাই বলে এই ধরনের অভিযোগ পেয়েও যদি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিয়ে থাকেন তাহলে প্রতিবাদ জানিয়ে আইনত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, RTD Act এর আগে নবান্ন ফোন নম্বর 22145486 বা শ্রীমতি সুনন্দা মুখোপাধ্যায়, চেয়ার পার্সন, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন মোবাইল 9830542856কে ঘটনাটি জানালে উপকৃত হবেন।

পাঁচটি প্রশ্ন

অরিন্দমের লেখা পড়ে বহু প্রশ্ন জমা হয়েছিল আমাদের দফতরে। তার মধ্যে থেকে বেছে পাঁচটি প্রশ্ন তুলে ধরা হল আপনাদের সামনে। অরিন্দমের উত্তর জেনে যদি আপনারাও উপকৃত হন তবেই এই কলমের সার্থকতা।

সুন্দরবনের আর্তদের পাশে গ্রেস অ্যান্ড গ্লোরি অফ গড

পার্থসারথি গুহ

প্রভু যিশুর বাণী ও মাদার টেরিজার সেবামূলক কার্যকলাপ এই দুয়ের দ্বারা অনেক কম বয়স থেকে প্রভাবিত মারিনা রত্না। আর্ত মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার কার্যত তখন থেকেই মনে ও আত্মায় গেঁথে গিয়েছিল। আর সুযোগ মিলতেই তার যথার্থ সদ্ব্যবহার শুরু করেছেন তিনি। মারিনাকে এই কাজে পূর্ণাঙ্গভাবে সাহায্য করছে তাঁর সুযোগ্যা কন্যা রেশমা। সেই রেশমা, যিনি আবার যাত্রা শিল্পী হিসেবে ইতিমধ্যেই গ্রাম-বাংলায় এক পরিচিত নাম। রত্না-রেশমা জুটি তাই এখন শুধুমাত্র মা-মেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দুঃস্থ ও আর্তদের একান্ত আপনজন হয়ে উঠেছেন। যদিও মারিনাকে এই বিষয় প্রশ্ন করলে তিনি বিনীতভাবে বলেন, এ আর কি, সমাজে থাকতে গেলে মানুষের পাশে তো এভাবেই দাঁড়াতে হয়। তিনি যতই হাল্কাচালে বলুন না কেন, যে গুরুদায়িত্ব মারিনা রত্না ও তাঁর সংগঠন 'গ্রেস অ্যান্ড গ্লোরি অফ গড' নিয়েছে তা যদি সবার মধ্যে সঞ্চারিত হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে এ সমাজটাই পুরো পালটে যাবে।

মাদার টেরিজা যেভাবে অনাথদের মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ মারিনাও শীতে কুঁকড়ে থাকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হাতে তুলে দিয়েছেন কম্বল ও অন্যান্য শীতের পোশাক। শুধু এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে টিম মারিনার কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়েছে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামেও। সেখানকার অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভোগা শিশুদের মাঝেমধ্যেই ক্যালরিতে ভরপুর খিচুরি ভোজন করিয়ে থাকে গ্রেস অ্যান্ড গ্লোরি অফ গড। সুন্দরবনের নানা এলাকায় এভাবেই নিজেদের কাজের বিস্তার ঘটাচ্ছেন রত্না-রেশমারা। কাকদ্বীপে আয়লা বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের মধ্যে নতুন পরিধান তুলে দেওয়াও হয়েছে দফায় দফায়। পুরুষদের নতুন জামা-প্যান্ট, মহিলাদের শাড়ি-চুড়িদার, বৃদ্ধদের ফতুয়া, পাঞ্জাবি, বাচ্চাদের পোশাক কি না দেওয়া হয়েছে এই মঞ্চ থেকে। গোসাবা, ঝড়খালি, কাকদ্বীপ, ক্যানিং ও ডায়মন্ড হারবারের বিভিন্ন ব্লক জুড়ে মারিনাদের এই সামাজিক কর্মকাণ্ড কিন্তু সেভাবে কখনই প্রচারের আলোকে আসে নি। মারিনা রত্নার কথায় একটাই সুর ধরা পড়ে, কাজ করে যাই কাজের আনন্দে, প্রচারের আলো তাতে কতটা পড়ল সেটা বড় কথা নয়। তাঁরা যতই প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতে চান না কেন, আলিপুর বার্তার র‍্যাডারে বারংবার ধরা পড়েছে নানা সমাজসেবামূলক কাজকর্মের ছবি। তারই অঙ্গ হিসেবে উঠে এসেছে মারিনা রত্না ও তার সংগঠনের নানা কার্যকলাপ।

যদিও মারিনার বক্তব্য, এই তো সবে শুরু। রাজ্য তথা দেশের নানা প্রান্তে যাঁরাই বিপদে পড়বেন তাঁদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে তাঁদের সংগঠন। বাঘ-কুমিরের হাতে প্রাণ হারানো সুন্দরবনের অসংখ্য মানুষের বিধবাদের পাশে দাঁড়াতে আগামী দিনে কর্মসূচি নিচ্ছে এই সংগঠন। এত বড় কর্মকাণ্ড চালাতে যে খরচ হয় তার একটা বড় অংশ তুলে দেন মারিনার যোগ্য উত্তরসূরী তথা তাঁর মেয়ে রেশমা। যাত্রা থেকে যে অর্থ রোজগার হয় তার একটা অংশ রেশমা দিব্যি তুলে দেন তাঁর মায়ের হাতে। বলেন, আগে তো ওঁরা বাঁচুক, তারপর দেখা যাবে।

মহানগরে

শিব যখন কালী

কালীঘাট সংলগ্ন নকুলেশ্বর শিবের মন্দিরে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতে নকুলেশ্বর ভৈরব বিভিন্ন রূপে সেজে ওঠেন। এই দুদিন ভৈরবের মন্দিরে আসলেই দেখা মিলবে সুন্দর সাজে মহাদেবকে। পুরো সাজই হয় বিভিন্ন ফুল দিয়ে। এছাড়াও ভক্তদের ভোগ খাওয়ানোর ব্যবস্থা আছে। এহেন ব্যবস্থা নেন কমিটির দায়িত্বে থাকা সুজিত রায় (বাবুদা)। কালীঘাটের ভক্তরা শিবকে বিভিন্ন রূপে দেখে আনন্দে আত্মহারা

টালার সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমরুট (অটল মিশন ফর রেজুভিনেশন অ্যান্ড আর্বান ট্রান্সফরমেশন) প্রকল্পের অনুমোদনে মোট ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে শতাব্দী প্রাচীন টালা ট্যাঙ্কের সংস্কারের কাজ অবশেষে শুরু হল। পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ না করেই কাজ চলবে বলে পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছেন, টালা জলাধারে চারটি কক্ষ রয়েছে। সংস্কারের কাজ চলবে একটি কক্ষের কাজ শেষ করে অপর কক্ষের কাজ শুরু হবে।

নীল কেরোসিনেও জিএসটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ জুলাই থেকে পশ্চিমবঙ্গসহ সারা দেশে 'গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স বা জিএসটি' চালু হচ্ছে। তবে এতদিন জিএসটি চালুর বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে আপত্তি ছিল, তা দিনদিন শিথিল হয়েছে। এদিকে পিডিএস বা 'পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন স্কিমে'র মাধ্যমে রেশনে যে নীল কেরোসিন তেল দেওয়া হয় তাতে জিএসটি বসছে পাঁচ শতাংশ এবং গৃহস্থ (ডোমেস্টিক) এলপিজি বা লিক্যুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাসেও জিএসটি বসছে পাঁচ শতাংশ। জিএসটি পরিষদের ১১ জুনের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

মানুষের সঙ্গে কথা বলা তো সহজ। কিন্তু যারা মানুষ নয় তাদের সাথে কথা বলাটা একটু কঠিন। কিন্তু সেই কঠিনকে অতিক্রম করেছেন কলকাতার কাশিকা আরোরা। তিনি বুঝতে পারেন পশুদের ভাষা। বুঝতে পারেন কখন তারা ব্যাথার জন্য কাঁদছে আর কখনই বা আনন্দে হাসছে। কাশিকা আত্মপ্রকাশ করেছেন অ্যানিম্যাল কমিউনিকেটর হিসাবে। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের প্রাক্তন পিআরও সমীর গোস্বামী।

নতুন অ্যাসেসমেন্টে রিবেট ১০ শতাংশ

বরুণ মন্ডল

কলকাতা পুরসংস্থার অন্তর্গত ১ থেকে ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডে (১৪২-১৪৪ নম্বর ওয়ার্ড আপাতত এ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়) নয়া সম্পত্তিকর ব্যবস্থা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে গঠিত 'মিউনিসিপ্যাল ভ্যালুয়েশন কমিটি' কলকাতাকে ২৯৩টি ব্লকে বিভাজিত করেছেন। ব্লকগুলিকে আবার জমির মূল্য প্রাপ্ত পরিষেবা ও পরিকাঠামো নিরিখে 'এ' (প্রতি বর্গফুটে বার্ষিক মূল্য ৭৪ টাকা), 'বি' (৫৬ টাকা), 'সি' (৪২ টাকা), 'ডি' (৩২ টাকা), 'ই' (২৪ টাকা), 'এফ' (১৮ টাকা) এবং 'জি'(১৩ টাকা) পর্যন্ত সাতটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ২০১০-'১১ অর্থবর্ষে জনশুনানির মাধ্যমে প্রাপ্ত 'ব্লক' ও 'ক্যাটেগরি' সংক্রান্ত নাগরিক অভিমতগুলি বিবেচিত হওয়ার পরে এই 'ব্লক বিভাজন' এবং 'শ্রেণিবিন্যাস' সংক্রান্ত চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় ২০১১-'র অক্টোবরে। এবং ওই বছরের ডিসেম্বরে এমভি কমিটির সুপারিশক্রমে বিইউএভি, এমএফ এবং ট্যাক্স রেটের 'ড্রাফট স্কিম' প্রকাশ করে। এই পদ্ধতিতে সম্পত্তিটির ব্যবহারের ধরণ, বাড়ির সর্বমোট বয়স (অর্থাৎ কত বছরের বাড়ি), নির্দিষ্ট ব্লকের মধ্যে অবস্থান, বসবাসের প্রকৃতি, বাড়ির কাঠামো বা নির্মাণের ধরণ ইত্যাদি আপেক্ষিক বৈষম্য বা বিভিন্নতাকে এই 'মাল্টিপ্লিকেটিভ ফ্যাক্টর' (এমএফ) গুলির মাধ্যমে ধারণ করা হয়। সবচেয়ে উল্লেখ্য এই পদ্ধতিতে 'ফাঁকা জমি'র ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্যনীয় বিষয়টি হল, ফাঁকা জমিসহ বাড়ির ক্ষেত্রে যদি 'প্লটে'র ৪০ শতাংশের অধিক ক্ষেত্রমান 'গ্রাউন্ড কভারেজ' থাকে তবে বাড়তি ফাঁকা জমির ওপর কোনও করধার্য হবে না। নির্মাণহীন ফাঁকা জমির 'বার্ষিক মূল্য' (অ্যানুয়াল ভ্যালুয়েশন) এই পদ্ধতিতে আর জমির সরকার নির্ধারিত বাজার দরের ওপরে নির্ভর করবে না। সুতরাং এলাকাভিত্তিক সম্পত্তিকর নির্ধারণে এই পদ্ধতিতে ফাঁকা জমির কর স্বাভাবিকভাবেই অনেক কম হবে। এই পদ্ধতিতে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, 'বিশেষ রিবেট' পদ্ধতি। বিষয়টি কেমন? নয়া পদ্ধতিতে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ত্রৈমাসিক কর যদি প্রথম ত্রৈমাসিক কর প্রদানের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে একসঙ্গে প্রদান করা হয়। তাহলে শেষ তিনটি ত্রৈমাসিক করের ওপর বাড়তি পাঁচ শতাংশ অর্থাৎ মোট ১০ শতাংশ 'রিবেট' দেওয়া হবে। এবং অপরটি হল বর্তমানে কলকাতা মহানগরে 'অ্যানুয়াল রেটেবল ভ্যালু' (এআরভি) পদ্ধতিতে সম্পত্তির 'বার্ষিক মূল্যের' ন্যূনতম ১১ থেকে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ হারে কর ধার্য হয়। কিন্তু 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট' তা কমে কর হার ৬ থেকে ২০ শতাংশ ধার্য হয়েছে। এবং এর সঙ্গে যুক্ত হবে 'হাওড়া ব্রিজ ট্যাক্স'। যা কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের প্রাপ্য। এদিকে গত ১৪ জুনের পুর অধিবেশনে বামফ্রন্টের ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট' বিষয়ের প্রথম থেকেই সচেতন পুর প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ইউএএ-এর বিভিন্ন 'মাল্টিপ্লিকেটিভ ফ্যাক্টর'গুলির ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা প্রয়োজন বলে 'ভবনের বয়স' (এম এফ-১), 'সম্পত্তির অবস্থান' (এমএফ-২) 'ট্যাক্স ক্যাপিং' ভবনের বার্ষিক মূল্যের ওপর ১৯২৬ সাল থেকে নেওয়া 'হাওড়া ব্রিজ ট্যাক্স' কলকাতা মহানগর থেকে বাতিল করা হোক ও এতোদিন যাবৎ 'ছ' বছর অন্তর অন্তর যে 'জিআর' (জেনারেল রি-ভ্যালুয়েশন) হতো, বর্তমান ইউএএ পদ্ধতিতে তার কী হবে, সেটা কী প্রতিবছর না কী পাঁচ বছর পরপর হবে তার ধোঁয়াশা মুক্তি এবং ইউএএ-র অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের পরিবর্তন প্রয়োজন। এ বিষয়ে অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জবাবি বক্তৃতায় মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, নয়া সম্পত্তিকর ব্যবস্থা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে গঠিত 'পুর মূল্যায়ন কমিটি' পুরো বিষয়টির দায়িত্বে রয়েছে। সেজন্যই কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই পদ্ধতিতে কোনও কিছু 'অ্যামেন্ডমেন্ট' করার ক্ষমতায় নেই।

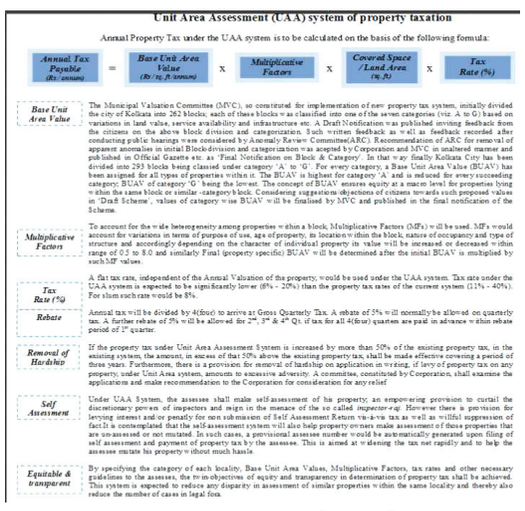

Unit Area Assessment (UAA) system of property taxation

Annual Property Tax under the UAA system is to be calculated on the basis of the following formula:

Annual Tax Payable (Rs./ annum) = Base Unit Area Value (Rs./ sq. ft./annum) x Multiplicative Factors x Covered Space / Land Area (sq. ft) x Tax Rate (%)

Base Unit Area Value — The Municipal Valuation Committee (MVC), so constituted for implementation of new property tax system, initially divided the city of Kolkata into 282 blocks, each of these blocks was classified into one of the seven categories (viz. A to G) based on variations in land value, service availability and infrastructure etc. A Draft Notification was published inviting feedback from the citizens on the above block division and categorization. Such written feedback as well as feedback recorded after conducting public hearings were considered by Anomaly Review Committee(ARC). Recommendation of ARC for removal of apparent anomalies in initial Block-division and categorization was accepted by Corporation and MVC in unaltered manner and published in Official Gazette etc. as 'Final Notification on Block & Category'. In that way finally Kolkata City has been divided into 293 blocks having classified under category 'A' to 'G'. For every category, a Base Unit Area Value (BUAV) has been assigned for all types of properties within it. The BUAV is highest for category 'A' and is reduced for every succeeding category. BUAV of category 'G' being the lowest. The concept of BUAV ensures equity at a macro level for properties lying within the same block or similar -category block. Considering suggestions/objections of citizens towards such proposed values in 'Draft Scheme', values of category wise BUAV will be finalised by MVC and published in the final notification of the Scheme.

Multiplicative Factors — To account for the wide heterogeneity among properties within a block, Multiplicative Factors (MFs) will be used. MFs would account for variations in terms of purpose of use, age of property, its location within the block, nature of occupancy and type of structure and accordingly depending on the character of individual property its value will be increased or decreased within range of 0.5 to 8.0 and similarly Final (property specific) BUAV will be determined after the initial BUAV is multiplied by such MF values.

Tax Rate (%) — A flat tax rate, independent of the Annual Valuation of the property, would be used under the UAA system. Tax rate under the UAA system is expected to be significantly lower (8% - 20%) than the property tax rates of the current system (11% - 40%). For them such rate would be 8%.

Rebate — Annual tax will be divided by 4(four) to arrive at Gross Quarterly Tax. A rebate of 5% will normally be allowed on quarterly tax. A further rebate of 5% will be allowed for 2nd, 3rd & 4th Qtr if tax for all 4(four) quarters are paid in advance within rebate period of 1st quarter.

Removal of Hardship — If the property tax under Unit Area Assessment System is increased by more than 50% of the existing property tax, in the existing system, the amount, in excess of that 50% above the existing property tax, shall be made effective covering a period of three years. Furthermore, there is a provision for removal of hardship on application in writing, if levy of property tax on any property, under Unit Area system, amounts to excessive adversity. A committee, constituted by Corporation, shall examine the applications and make recommendation to the Corporation for consideration for any relief.

Self Assessment — Under UAA System, the assessee shall make self-assessment of his property, an empowering provision to curtail the discretionary powers of inspectors and reign in the menace of the so called inspector-raj. However there is provision for levying interest and/or penalty for non submission of Self Assessment Return vis-à-vis tax as well as willful suppression of fact.It is contemplated that the self-assessment system will also help property owners make assessment of those properties that are un-assessed or not mutated. In such cases, a provisional assessee number would be automatically generated upon filing of self assessment and payment of property tax by the assessee. This is aimed at widening the tax net rapidly and to help the assessee mutate his property without much hassle.

Equitable & transparent — By specifying the category of each locality, Base Unit Area Values, Multiplicative Factors, tax rates and other necessary guidelines to the assessee, the twin objectives of equity and transparency in determination of property tax shall be achieved. This system is expected to reduce any disparity in assessment of similar properties within the same locality and thereby also reduce the number of cases in legal fora.

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতদিবসে মুখোমুখি

মাটির সোঁদা গন্ধ ওঠা কণ্ঠে লোকরত্ন গৌতম দে

কৈশোরে বাড়িতে বাউল ফকির মাধুকরি করতে এলে তাঁরা তাকে ভালবেসে নানা গান শুনিয়ে যেত। বারুইপুরের সদ্য নবম শ্রেণিতে পা দেওয়া গৌতম মায়ের কাছ থেকে পাওনা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে দো-তারা কিনে দিলেন। আজ দেশে বিদেশে অতিপরিচিত লোকসংগীত শিল্পী গৌতম দের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংগীত দিবসে **কসবার সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় স্মৃতি উদ্যানে** মুখোমুখী ড. জয়ন্ত চৌধুরী

সম্পাদককে গান শোনাচ্ছেন শিল্পী

প্রশ্ন : আপনার গানের প্রেরণা কে?

গৌতম : আমি জয়নগর বারুইপুরের গ্রামের ছেলে। বাউল ফকিরদের গান আমায় টানতো। শহরে এলেও আমার ধ্যানজ্ঞান লোকগানের অসীম ভান্ডার। লোক যন্ত্র হাতে আমি অন্য মানুষ হয়ে যাই। লোক গানে আমি ডুবে যাই বাংলার গানই আমার প্রেরণা।

প্রশ্ন : আপনার সাংগীতিক যাত্রাপথটা কেমন ছিল?

গৌতম : যাত্রাটা অন্যান্য শিল্পীদের মতই সংগ্রামময় হলেও আমার ক্ষেত্রে খুবই কষ্টকর ছিল। ১৯৯১ সালে প্রথম অ্যালবাম ছিল 'বাপেরা কয় জ্ঞান দিও না'। নতুন প্রজন্মের ছেলেদের বাবাকে অবজ্ঞা ও অমান্য করার প্রবণতাকে কেন্দ্র করেই গানগুলি রচনা। জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর একের পর এক ক্যাসেট প্রাইম প্রভৃতি কোম্পানি থেকে গান প্রকাশ হতে থাকে। জি-টিভির সারেগামা থেকে দূরদর্শন প্রভৃতি টিভি চ্যানেলের নানা অনুষ্ঠান।

প্রশ্ন : দেশ-বিদেশে নানা সম্মান পুরস্কার কেমন লাগে?

গৌতম : বাংলার গান জার্মানিতে বাংলাদেশে গেয়ে যেমন তৃপ্তি পেয়েছি তেমনি এদেশের ত্রিপুরা আসামের বিভিন্ন অংশে দর্শকদের উন্মাদনা দেখে যেমন আনন্দিত হয়েছি তেমনি অনুপ্রেরণা পেয়েছি। দেশে-বিদেশে নানা সম্মান-স্মারক সবই আমার কণ্ঠে বাংলার লোকসংগীতের কারণে। সেই সব লোকগীতিকারদের আমার প্রণাম।

প্রশ্ন : লোকসংগীত নিয়ে আপনার গবেষণা দর্শকদের বাড়তি উৎসাহ যোগায়। দর্শকদের সঙ্গে এই রসায়নটা কি?

গৌতম : লোক সংগীতের সাধনার পথে অনেক বিদগ্ধ মানুষের আসার সুযোগ এ থেকে দীনেন্দ্র চৌধুরী, অমর পাল, নির্মলেন্দু চৌধুরী, মাখনবাবু, বলাইবাবু প্রমুখ। বাংলার লোকসংগীত শুধুমাত্র বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ১২০ রকমের গান আছে। আমি এখন আপনাকে ৬৪ রকমের গান শোনাতে পারি । কম বয়সে আকাশবাণীতে যখন অডিশন দিতে যাই তখন বশিষ্ট জনেরা নানারকম আঙ্গিকে গান গাইতে বলেছিলেন। তাঁরা খুব খুশি হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : আপনার কন্যা শ্রমণা ইতিমধ্যে সঙ্গীতে হাতে খড়ি করে বেশ পরিচিত লাভ করেছে। ওকে কী লোকসংগীতের শিল্পী হিসাবে দেখতে চান?

গৌতম : শ্রমণা লোকসংগীত সহ হিন্দিগান, রবীন্দ্রসংগীত সব ব্যাপারেই নিজস্ব একটা আগ্রহের জগৎ তৈরি করেছে। ও নিজের মত করে, গান ভালবেসে এগিয়ে যাক এটাই চাইব।

প্রশ্ন : গানের সৃষ্টির পিছনে অনেক শ্রম নিষ্ঠা কাজ করে। আজ এই আন্তর্জাল বা ইন্টারনেটের যুগে যখন সেই সংগীতের সহজ লভ্যতার আর্থিক দিক দিয়েও শিল্পীরা বঞ্চিত হচ্ছেন, এ ব্যাপারে কী বলতেন?

গৌতম : নতুন প্রযুক্তিকে যুগের সঙ্গে মেনে নিতে হবে। কিন্তু ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করার সময় যাতে শিল্পীদের প্রতি অবিচার না হয় সে দিকে কঠোর হওয়া জরুরি।

প্রশ্ন : কপি রাইট উঠে যাওয়ার পর রবিবাউলের গান নিয়ে যে লাগামছাড়া পরীক্ষা হচ্ছে এ বিষয়টা কিভাবে দেখছেন?

গৌতম : রবিবাউলকে নিয়ে সব পরীক্ষা যে খারাপ তা বলছি না কিন্তু এমন কিছু কিছু অন্যায় পরীক্ষা নীরিক্ষা হচ্ছে যা অপমানের নামান্তর। যান্ত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষা হতেই পারে কিন্তু তা যেন দর্শকদের সত্যিকার ভাল লাগে যে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বিকৃতি বন্ধ হওয়া জরুরি।

প্রশ্ন : বিভিন্ন মঞ্চে ও ক্যাসেট রেকর্ডে আপনি সফল হলেও বাংলা সিরিয়ালে কিংবা সিনেমায় আপনার লোকগান সেভাবে ব্যবহৃত হলনা বলে আপনার কোন অভিমান আছে?

উত্তর : শিল্পীরা অভিমানী হতেই পারে। বন্ধুবর কালিকা প্রসাদ ও চেষ্টা করেছিল লোকগানকে টিভিতে সিনেমাতে তুলে আনতে। বড় অসময়ে তার বিদায় অনেক কাজ অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে। টিভি সিরিয়াল কিংবা বাংলা সিনেমায় আরও বেশি লোকগানের ব্যবহার প্রয়োজন। হিন্দি সিনেমায় অনেক জনপ্রিয় গান কিন্তু কোনও না কোনও লোকগানের সুর কিংবা আঙ্গিক থেকে নেওয়া। শিল্পের স্বার্থেই বাংলার লোকসংগীতের স্বর্ণভান্ডার ব্যবহার করা উচিত।

মাঙ্গলিকী

‘ব্যঙ্গমারত্ন’ ২০১৭ সম্মাননা পেলেন কবি দীপ মুখার্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘ব্যঙ্গমা’ রসসাহিত্য সভা থেকে এ বছর ‘ব্যঙ্গমারত্ন’ পুরস্কার পেলেন সুপরিচিত কবি ও ছড়াকার দীপ মুখোপাধ্যায়। ২০ মে, ১৯১৭–এর সন্ধ্যায় সভাপতি শ্রীমতী কৃষ্ণা সেন। আকাশ–৮ চ্যানেলের আলোকচিত্রী মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দী করলেন। এই উপলক্ষ্যে ‘ব্যঙ্গমা’র সম্পাদক ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য দীপের ছড়া ও অন্যান্য রচনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন, এবং কৌতুক–ব্যঙ্গ সাহিত্যে তাঁর অবদানের প্রতি আলোকপাত করলেন। সহ সম্পাদক অমিত গঙ্গোপাধ্যায়ও দীপ সম্পর্কে দুচার কথা শোনালেন। সভাপতি কৃষ্ণা সেন বলে ফেললেন ‘দীপকে আমি এতো ভালবাসি, ওর পুরস্কার পাওয়া যেন আমার নিজেরই পুরস্কার পাওয়া!’ সম্বর্ধনার উত্তরে দীপও যথোচিত ভাষণে ব্যঙ্গমা–র প্রশংসা করলেন এবং জানালেন যে ব্যঙ্গমারত্ন পুরস্কার তাঁর কাছে আর সব পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দের ও গর্বের। কথার শেষে দীপ তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় তিনটি ছড়া— ব্যাব্যাব্যা ব্যাব্যা ব্যাব্যাব্যা, নেতার মন্ত্রী হওয়ার মন এবং হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা— শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করলেন।

সভার দ্বিতীয় পর্বে ‘ব্যঙ্গমা’ পত্রিকার মে সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। সম্পাদক, শ্রীমতী কৃষ্ণা সেনের হাতে তুলে দিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রচ্ছদের বইটি, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে এবার হয়েছে ৭২ এবং পাল্লা দিয়ে গদ্য পদ্য সবগুলির মানও হয়েছে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রকাশক মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকার এই সংখ্যাটি সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি মনোগ্রাহী বক্তৃতা দিলেন।

প্রধান অতিথি অনুপ মোতিলাল সুদূর নিউটাউন থেকে আসতে গিয়ে যানজটে পড়ে অতিবিলম্বে সাড়ে সাতটা নাগাদ এসে উপস্থিত হন। তবে আশার পরই সুললিত ভাষণে সবাইকে মুগ্ধ করেন। তার আগেই বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (শ্রী অরবিন্দ ভবন থেকে প্রকাশিত ‘সন্ধিৎসা’ পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক) একটি তাৎক্ষণিক ভাষণে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন।

অনুষ্ঠানের সূচনায় উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়েছিলেন তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝে গান শোনান বন্দনা দত্ত ও রিতা বোস। আর শেষের দিকে সম্পাদক অরুণোদয় ভট্টাচার্য শোনান একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরচিত প্যারডি : ‘‘আমি মস্ত লেখক, সারা রাত জেগে রই...’।

বাচ্চু মল্লিক অকালে চলে গেল

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

সেটা ছিল শুক্রবার। জানুয়ারি ৬, ২০১৭। বেলা ১২–৩০টা। মোবাইলটা বেজে উঠল। ফোনটা এল পাথরপ্রতিমা থানার জি প্লট থেকে। জি প্লট একটা দ্বীপ। পাড়াটার নাম সত্যদাসপুর আদিবাসীপাড়া। দুঃসংবাদ। বাচ্চু মল্লিক।শবর। বয়স ৩১। আজই সকাল ৮টায় মারা গেছে। খবরটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। মাত্র কিছুদিন আগে, এক মাসও হয়নি, বাচ্চুদের পাড়ায় গিয়েছিলাম। সেটা ডিসেম্বর ১৫, ২০১৬। এখানে এসে জানলাম ভানু মল্লিক তাঁর নৌকোয় নয় জনে মিলে মধু ভাঙতে গিয়েছিলেন। সেই নৌকোতে যাঁরা গিয়েছিলেন সবাই পাড়ার। তার মধ্যে বাচ্চু মল্লিকও ছিল। তখন জেনেছিলাম বাচ্চু, ভানু মল্লিকের ভাই। বাচ্চুর আলাদা সংসার। তার বৌ–এর বয়স কম। দু’টো বাচ্চা আছে। মধু ভাঙতে যায় না। কিন্তু কাঁকড়া ধরতে যায়।

বাচ্চু মল্লিকের মৃত্যু সংবাদটা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। সত্যদাসপুরের শবরদের আমি ভালো করে চিনি। তাঁদের কাছে অনেকবার গিয়েছি। তাঁদের কথা দু’এক জায়গায় লিখলেও, তাঁদের দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা বলেছি অনেককেই। মনে মনে ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করার তাগিদ অনুভব করলাম।

আদিবাসী পাড়ার শবর মৌলেদের কাছ থেকে জেনেছিলাম তাঁদের সঙ্গে এল প্লটের লোকজন ধনচি ফরেস্টে কাঁকড়া ধরতে ও মধু ভাঙতে যান। এল প্লট–ও পাথরপ্রতিমা থানার আর একটা দ্বীপ। শোনার পর থেকে এল প্লটে যাওয়ার আগ্রহ জন্মাল। ওই দ্বীপে আগে কোনওদিন যাইনি। ইচ্ছা ওখানকার মৌলেদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। ঠিক করলাম এক ঢিলে দুই পাখি মারব। এক যাত্রায় দু’টো দ্বীপ (এল প্লট ও জি প্লট), ছুঁয়ে আসব। বাচ্চু মল্লিকের মৃত্যুর মাসখানেক পরে, ১৪ ফেব্রুয়রি ২০১৭ বাড়ি থেকে বেরোলাম সকাল ৬টায়। বাসে সময় লাগল সাড়ে চার ঘন্টা। বেহালা থেকে পাথরবাজার। ভাড়া ৬০ টাকা। বাসস্ট্যান্ড থেকে টোটোতে করে খেয়া ঘাট। পাঁচ মিনিট। ভাড়া ৫টাকা। আধ ঘন্টা অপেক্ষার পর বোটে (ভটভটি)উঠলাম। ঘন্টা দু’ই যাওয়ার পর সহযাত্রীদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম আমার আরও ঘন্টা দুই অপেক্ষা করতে হবে। খিদেও পেয়েছে। আমার ব্যাগের মধ্যে রুটি–তরকারি আর জলের বোতল আছে। বের করে বোটেই দুপুরের লাঞ্চ সারলাম। বোট যখন আমাকে এল প্লট–এর কয়াল বাজার ফেরিঘাটে নামাল, তখন আমার হাতে বেশি সময় নেই। দ্রুত পায়ে নদীর বাঁধ ধরে এগুতে থাকলাম। বাজারের সব দোকানপাট বন্ধ। রাস্তাঘাট শুনসান। বাঁধের ধারে ধারে ছোট ছোট মাটির বাড়ি। কারও কারও উঠোনে মাছ–কাঁকড়া ধরার সরঞ্জাম দেখছি। বাঁধের অপর পারে নদীতে কোথাও কোথাও ছোট ছোট ডিঙি নৌকো বাঁধা। আমি যত জনের সঙ্গে কথা বলেছি, সবাই বলেছেন তাঁরা মেদিনীপুর থেকে এখানে এসে বসবাস করছেন। মূলত মাছ–কাঁকড়া ধরে যে–আয় হয়, তাতেই তাঁদের সংসার চলে। অধিকাংশের কোনও চাষের জমি নেই। আয়লায় বাঁধ ভেঙে এই বাড়িগুলো খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কেউ কেউ এখনও নতুন ঘর বানাতে পারেননি। আয়লার ভয় অনেকের মন থেকে এখনও মুছে যায়নি। মেরামতের পরও বর্তমান বাঁধের কয়েক জায়গায় এমন ভেঙেছে, দেখলে রাতের ঘুম চলে যাবে। এঁরা ধনচি জঙ্গলের পাশেই বাস করছেন এবং মাছ–কাঁকড়াও ধরছেন। কিন্তু মধু ভাঙছেন না। কেন ভাঙেন না? জিজ্ঞেস করাতে একজন বললেন,

–মধু ভাঙার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আমাদের নেই। এখন এখান থেকে খুব কম লোকই মধু ভাঙে, তাও নিয়মিত নয়।

–তাঁরা কোথায় থাকেন? জানতে চাইলাম।

–অনেকটা দূরে।

হাতে সময় না থাকায় তাঁদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। আর দেরি না করে, ফেরিঘাটের দিকে জোরে হাঁটা দিলাম। ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে গেছে। সন্ধে হব হব তখন ফেরিঘাটে পৌঁছলাম। এসে দেখলাম ফেরিঘাটে নৌকো হাজির। যাত্রীরা নৌকোতে উঠছেন। তারপর খেয়া নৌকো কার্জন ক্রিক নদীটা আড়াআড়ি পার করে দিল। পনেরো–কুড়ি মিনিটে এসে গেলাম জি প্লট–এর সবুজ বাজার ঘাটে। বাদলবাবুকে আগে থেকে সব বলা ছিল। তিনি সবুজ বাজারে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সেখান থেকে ইঞ্জিন ভ্যানে করে বাদলবাবুর বাড়িতে হাজির হলাম। সত্যদাসপুর শবরদের পাড়ায় তিনি থাকেন। ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর আমি বাদলবাবুকে বললাম,

–চলুন বাচ্চু মল্লিকের বাড়িথেকে ঘুরে আসি।

–চলুন। বেশি রাত হয়নি। সবে আটটা। ওই তো কাছেই বাড়ি।

–বাচ্চু মল্লিকের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গেও কথা বলতে পারব।

–তা পারবেন। সকলে তো একই পাড়ার লোক। তাছাড়া বাচ্চুর বৌও তো তখন সঙ্গে ছিল।

বাচ্চুর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম বাচ্চুর বৌ ছেলে–মেয়েকে নিয়ে কাকদ্বীপে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছে। বাচ্চুর দলের লোকজনেরও কাছ থেকে যেটা জেনেছি সেটা সংক্ষেপে এখানে জানাচ্ছি। বাচ্চু মল্লিক,

সুন্দরবনের ডায়েরি

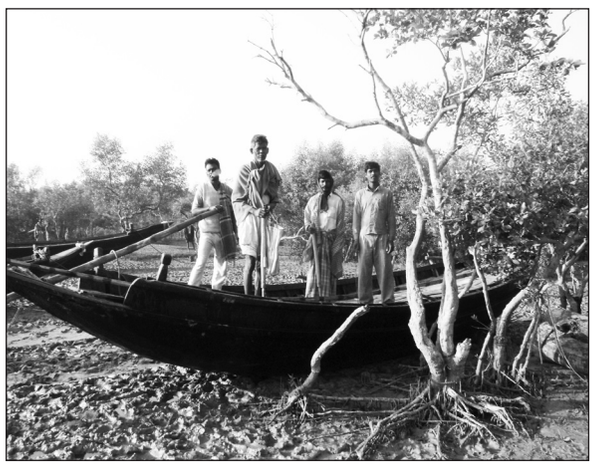

মৌলে হলেও এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে।

পাঁচজনের একটা দল ঢুলিভাসা জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল।পাঁচজন হল (১) মনোরঞ্জন ভুঁইয়া, (২) বাসন্তী ভুঁইয়া, (৩) পঞ্চানন দলুই, (৪) বাচ্চু মল্লিক ও (৫) কাকলি মল্লিক। বাচ্চুর থেকে কিছুটা তফাতে তার স্ত্রী কাকলি শিকে কাঁকড়া ধরছিল। অন্যরাও কাছাকাছি ছিলেন। বাচ্চু যেখানে কাঁকড়া ধরছিল, সেখান থেকে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে কাকলিকে দেখা যাচ্ছিল। বাচ্চু লক্ষ করল কাকলি বেশ কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে কিন্তু কাঁকড়াটাকে শিকের সাহায্যে ওপরে তুলতে পারছে না। বাচ্চু তখন কাছে এসে কাকলির কাছ থেকে শিকটা নিয়ে গর্তে ঢুকিয়ে কাঁকড়াটা বের করায় ব্যাস্ত, সেই সময় আচমকা একটা বাঘ লাফিয়ে বাচ্চুর উপর পড়ল। স্ত্রী তার পাশেই ছিল। সে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। দলের আরও তিনজন খুব কাছাকাছি ছিলেন। তারা বুঝতে পেরে, শিক আর খোন্তা নিয়ে রে রে করে তেড়ে এলেন। বাঘ বাচ্চুকে গালে করে জঙ্গলের ভিতরে চলে যাচ্ছিল। এদের একসঙ্গে চিৎকার–চেঁচোমাচি ও তেড়ে যাওয়ার ফলে,বাচ্চুকে ফেলে রেখে বাঘ পালিয়ে গেল। বাচ্চুর মৃতদেহকে নিয়ে তার সঙ্গীরা বাড়ি ফিরলেন। বনদফতর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, থানা এবং শশ্মানে দাহ ইত্যাদি যা করার সব করা হয়েছিল। সব কিছুতেই সবরকম সাহায্য করেছিলেন সবুজবাজারের কাঁকড়ার আড়তদার, সুবিমল জানা। এটাই রেওয়াজ। কারণ, বাচ্চু মাছ–কাঁকড়া যা পেত, সবই সুবিমলবাবুর আড়তে বিক্রি করত।

বাচ্চু অকালে চলে গেল। বাড়িতে আছেন বৃদ্ধা মা (৬৫), স্ত্রী, কাকলি, (২৪), এক ছেলে (৮) আর এক মেয়ে (৫)। সম্বল বলতে একটা কুঁড়ে ঘর। পাড়া প্রতিবেশি ও আত্মীয়–স্বজনের সাহায্যে হয়ত কয়েকদিন চলবে, তারপর চোখের জল ফেলতে ফেলতে কাকলিকে শিক হাতে করে বাঘের ডেরায় না ঢুকলে বাচ্চা দুটো ও বৃদ্ধা শাশুড়িকে না খেয়ে থাকতে হবে। ছেলেটাও একটু ডাগর হলে, পাড়ার অন্যদের মতো, জঙ্গলে যাবে। কাকলির মতো, সুন্দরবনের জল–জঙ্গলজীবী পরিবারের অনেক মহিলাকে অকাল বৈধব্য সইতে হচ্ছে। আর বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিদারুণ অভাব–অনটনে তাদের দিন কাটছে।

সি নে মা ঘ র

আসছে ভিন্ন ধারার ছবি ‘বন্দী পাখি’

শুভঙ্কর ঘোষ : পরিচালক পার্থ অধিকারীর নতুন ছবি ‘বন্দী পাখি’ এটা নারী কেন্দ্রিক ছবি। গল্পটা এক পল্লী যুবক শহরে আসে উচ্চ শিক্ষার্থে। একদিন সে কৌতুহলবশত যৌন পল্লীতে ঢুকে পড়ে। সেখানে এক যৌনকর্মীর সঙ্গে তার

প্রেমালাপ হয় এবং সেই রাতে হাইজ্যাক করে কলকাতা থেকে গ্রামে চলে আসে। ওই মহিলা এখন গ্রামের স্বনামধন্য নারী। তার অতীত জীবন কেউ জানেনা। জানে একমাত্র তার স্বামী। এদিকে মজা হল যে তার স্বামীও জানেনা তার একটি পুত্র সন্তান রয়েছে তারই এক যৌনকর্মী মাসীর কাছে। এভাবে গল্প পর্দায় ক্রমশ এগিয়ে যাবে পরিণতির দিকে।

পরিচালক পার্থবাবু এই ছবি সম্পর্কে বলেন, মানুষ আর পাঁচটা ভালো ছবির সঙ্গে আমার ছবিও উপভোগ করবে। আমার মতন নতুন পরিচালকের ছবি কেন তারা দেখবে। সেই ভাবনা মাথায় রেখে এই ছবি আমি বানিয়েছি। যৌনকর্মীদের উপরে অনেক ছবি হয়েছে কিন্তু আমার গল্পটা তাদের থেকে অনেকাংশে আলাদা। আমি ছবিতে দেখাতে চেয়েছি একটি যৌনকর্মীরও ইচ্ছে তথা পছন্দ রয়েছে তাদেরও ভালোলাগা আছে। তাদেরও ইচ্ছে করে আপন পুরুষটির জন্য ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে। তাদেরও সংসার করতে এবং ভালাবাসতে ইচ্ছে করে। ছবিতে আরও দেখানো হয়েছে, একজন যৌনকর্মী জানে যে মানুষটি তার কাছে স্ফুর্তি করতে এসেছে তার ঘর–সংসার ছেলেমেয়ে সবই রয়েছে। সবকিছু জেনেও সেই পুরুষটিকে আনন্দ দিতে কখনো বঞ্চিত করে না।

এই ছবির কাহিনী চিত্র–নাট্য সংলাপ ও সুর করেছেন স্বয়ং পরিচালক। যন্ত্র সঙ্গীত বাপি বণিক। ছবিতে চারটি গান রয়েছে তার মধ্যে দুটো রবীন্দ্র সঙ্গীত। গান গেয়েছে শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোময় ভট্টাচার্য, দীপান্বিতা চৌধুরী, সুজয় ভৌমীক ও পার্থ অধিকারী। ছবির প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিকভাবে এ ছবির গান এসেছে।

শ্যুটিং হয়েছে ময়নাগুড়ি, বড়ুল, জঙ্গীপাড়া, সুন্দরবন, ফলতা এবং কলকাতায়। শ্রেয়সী এন্টারটেনমেন্টের ব্যানারে ছবিটির প্রয়োজনীয় ইমন কল্যাণ ব্যানার্জী, অভিনয়ে মেঘনা হালদার, দেবদূত ঘোষ, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, দেবীকা মুখার্জী, কল্যাণী মন্ডল, রাজ ঠক্কর এবং আরও অনেকে। এই ছবি সম্পাদনার কাজ চলছে আগস্টে রিলিজের পরিকল্পনা রয়েছে। জুলাই মাস থেকে পার্থবাবু নতুন ছবি শুরু করতে যাচ্ছেন নামকরণ এটাও ঠিক হয়নি তবে এটাও নারীকেন্দ্রিক ছবি। ইন্দো বাংলাদেশ, এবং ভাড়াতে নির্মিত হবে ছবিটি। এখন এই ছবির কাস্টিং চলছে।

নারীজীবনের নতুন দিক উন্মোচিত করবে–‘প্রয়াস’

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজ ফিল্ম প্রডাকশনের প্রথম নিবেদন ‘প্রয়াস’–এর শুভ মহরৎ হয়ে ষষ্ঠীর দিন থেকে কলকাতায় টানা শুটিং চলছে। এটা কেবল ভাল ছবি হবে না পাশাপাশি বাংলা চলচিত্র জগতের বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কেরিয়ারে শ্রেষ্ঠ ছবির মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য হবে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। ছোট ছোট তিনটি গল্পকে একই সূত্রে গাঁধার ‘প্রয়াস’ করা হয়েছে। ছবির তিনটি গল্পই নারী প্রধান। নারীর প্রতি উৎপীড়ন, অত্যাচারিত হওয়া, লাঞ্ছিত হওয়ার মতো ঘটনাকে খুব সুন্দরভাবে ফোকাস করা হচ্ছে। ছবিতে তিনটি গল্পের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে কথকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এই ছবিতে তিনি একজন অভিনেতার পাশাপাশি লেখক হওয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তারই জীবনের তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তিনি দর্শকদের কাছে তুলে ধরেছেন, তার কথার মালা দিয়ে। এই ছবির বিশেষত্ব হল ছবির পরিচালক তিনজন, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, ডি কমল এবং জি শান্তনু।

আমাদের সজামের নারীরা নানানভাবে ঘরে বাইরে তথা কর্মক্ষেত্রে অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত ও পীড়িত। তাদের বিরুদ্ধে ঘটে চলা অবিরাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জেহাদ ঘোষণার এক ছোট্ট ‘প্রয়াস’ এই ছবি শমীক গুহরায় আর সৌরভ চৌধুরী । গান গেঁথেছেন রূপঙ্কর ও ইমন। গানের দিক থেকে বিশেষত শুনলে মর্মে হবে আপনাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রয়াস হল একটি প্রচেষ্টা... সৌমিত্রবাবু তার পুরো জীবনটা চলচিত্র জগৎকে থেকে সাধারণ অতি সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে এসে তার মনের অতলে এক অসীম সম্ভাবনাময় অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়।

বেশ কিছু দিন ধরে বিভিন্ন মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, তার মনের অতলে জমে থাকা মণি মাণিক্যগুলোকে তিনি তার ভগবানকে নিবেদন করবেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন দর্শক হচ্ছে তার ভগবান। এই দর্শক তাকে অতি সাধারণ মানুষ থেকে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বে নিয়ে গিয়েছেন। তার এই প্রয়াস হল তার দীর্ঘ দিনের সাধারণ ফল। যা তাকে উৎসাহিত তথা উদবুদ্ধ করে অভিনয়ের পাশাপাশি লেখক হয়ে ওঠারী। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন আমি ছবিতে অভিনেতার পাশাপাশি একজন লেখক হয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। এটা একটা ভাল ছবি হয়ে ওঠায় ভাল মশলা এতে মজুদ রয়েছে।

অভিনেত্রী জয়া চট্টোপাধ্যায় বলেন, নারী শক্তির উপর ছবি নারী সমাজ সৌধের প্রধান অথচ যুগ যুগ ধরে নারী অবহেলিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত। এখানে পিসির চরিত্র করছি যার নাম জয়া। যিনি শ্বশুড়বাড়ি থেকে লাঞ্ছিত প্রতারিত ও বিতাড়িত হয়ে বাপের বাড়িতে আশ্রিতা। কিন্তু বাপের বাড়ির লোকেরা তাকে শ্রদ্ধা করে এবং ভালবাসে। জয়া সারাদিন টিভি সিরিয়াল দেখে । প্রতিবাদী চরিত্রের মধ্যে নিজেকে খুঁজে বেড়ায়। বঞ্চিত, অত্যাচারিত চরিত্রগুলোকে যে প্রাধান্য দেয়। কাজ করে ভীষণ আনন্দ পেয়েছি। এখানে পরিচালকের আমাকে নিজের মতো করে কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছে। প্রত্যেকে খুব ভাল অভিনয় করেছে। দর্শক সপরিবারে এই ছবি উপভোগ করেছে। দর্শক সপরিবারে এই ছবি উপভোগ করবে। বিশেষত মহিলারা এই ছবির মাধ্যমে কোথাও না কোথাও নিজেকে খুঁজে পাবে। এর আগে ‘পোস্টমাস্টার’ ও ‘জুমেলি’ দুটো ছবিতে ভাল চরিত্র পেয়েছিলাম।

অভিনেত্র শুভমিতা বলেন, এই ছবিতে আমি দুটো গল্পে আছি ‘প্রতীক্ষা’ তে আমি সুনিতি আর ‘পরিণততি’তে শ্রীপর্ণা। দুটোতে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। শ্রীপর্ণা যাকে বিয়ে করেছে সে একজন দুঃশ্চরিত্র। কাজটা করে মজা পেয়েছি। ছবির পুরো ইউনিটটা খুব ভাল। অভিনেতা গোপাল কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন অমি তিনটে গল্পতেই কাজ করেছি। ‘প্রত্যয়’–এ দাদুর চরিত্র। প্রত্যেকটা সংসারে ভাঙন রয়েছে। দাদু ভাঙন রোধের প্রয়াস করে। মা–বামার মধ্যে বৈষম্য দাদু নাতিকে ছুঁতে দেয়না। আজকের দিনে দাদু একটা মহত্বপূর্ণ ভূমিকা হতে পারে। দাদু আদতে একটা ভাল নিপাট মানুষ। যে মনুষত্ব বোঝ। হিন্দু মুসলিমের জাতিভেদের বৈষম্যর ব্যারিকেড ভেঙে দেয়। ‘প্রতীক্ষা’তে আলাদা চরিত্র হোটেল ম্যানেজার। তার হোটেলে যে দম্পতিরা আসে সেই দম্পতির চরম পরিণতি হয়। সেই গল্প একবার নতু ন দুটো আসা দম্পতিকে শোনায়। এই গলপটা তিনটি কাপেলের। তিনটে তিন ধরনের চরিত্র। ডিরেক্টার অসাধারণ কাজ করেছে। পরিণতিতে বাস দাদা, একটু অন্য ধরনের খুব ভাল চরিত্র। পরিচালক বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, নারী জাতির যে সামাজিক বন্ধনের মাঝে আবদ্ধ হয়ে আছে তার থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াস। নারী ও পুরুষ জাতির মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে সেটা মুছে ফেলার প্রয়াস। গল্প দারুণ মানুষের মনের মধ্যে পৌঁছবে। অভিনয়ে সৌমিত্রদা ছাড়া জিনিয়া মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী ভট্টাচার্য, জয়া, অমিতাভ চক্রবর্তী, প্রভাকর সামন্ত, মানব শর্মা, গোপাল চক্রবর্তী, মানব শর্মা, প্রিয়াংসী, মাস্টার শীর্ষ ও আরও অনেকে। ছবির প্রত্যেক শিল্পী র দাবি এটা একটা ভালো ছবির টেকনিশিয়ান থেকে আরম্ভ করে, অভিনেতা–অভিনেত্রী টিওপি, সুরকার, সবাই ভাল কাজ করার ‘প্রয়াস’ করেছেন। বিশেষ করে অভিনেতা অভিনেত্রীদের কেরিয়ারে গতি প্রদান করবে এই ছবি। ছবিকে সমৃদ্ধ করেছে শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনা। আনন্দ সভারেকালের ক্যামেরা। নবনীতা ভট্টাচার্যের প্রযোজনা। আমরা আশায় থাকলাম একটা ভাল ছবি দেখার প্রত্যাশা নিয়ে।

অরফাস মুখটি পরিচালিত এই শহরের মিউজিক রিলিজ হল ২৮ জুন এর সন্ধ্যায়। এই ছবিতে নায়ক হিসাবে রয়েছেন কে কে তার বিপরীতে নায়িকা অনিন্দিতা সরকার। এছাড়াও পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় দেখা যাবে সব্যসাচী চক্রবর্তীকে। গান লিখেছেন অরফাস দীপায়ন এবং পার্থপ্রতিম। গান পরিচালনায় সায়ন এবং প্রতীক। ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায়। –ছবি: উৎপল রায়

সুসমাধানের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক : গত ২৪ মে রবিবার ও ৩ জুন শনিবার সুসমাধানের শিশু বিভাগ ‘‘কোরক’’ আয়োজিত দুই দিন ধরে বেহালা ও সন্তোষপুর শাখা আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্তোষপুরে বিধানগড় পল্লিমঙ্গল সমিতির ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল নৃত্যগীত আবৃত্তি নাটিকা, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি দুইটি নাটিকা রবীন্দ্রনাথের ‘অমল ও সঙ্গীরা’ ও অপরটি ‘পূজারিণী’ ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অনবদ্য অভিনয় গীতনৃত্য পরিবেশন করেন আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগ ছিল ৫–১০ বছর পর্যন্ত ‘ক’ বিভাগ কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘তালগাছ’। ‘খ’ বিভাগ ১০–১৫ বছর পর্যন্ত কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘প্রশ্ন’ ১৫ বছরের উর্দ্ধে সর্বসাধারণ ‘গ’ বিভাগ ‘কৃপণ ’ আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সব বিভাগ থেকে অনেক জন করে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে কবিতা তারপর ‘খ’ বিভাগ ও শেষে ‘গ’ বিভাগের আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হয়। ‘ক ’ বিভাগে প্রথম হয় দুই জন শ্রীনিতা চট্টোপাধ্যায় ও ধ্রুবদীশ দেবযান দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মুসকান খাতুন, তৃতী য় স্থান অধিকার করেন দুই জন আতিকা খাতুন ও দিগঙ্গমা দেবনাথ ‘খ’ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন অর্ণব পাল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন তিনজন (১) মৌপিয়া প্রামাণিক (২) দেষ্ণা দেবনাথ (৩) সাগরিকা বারিক ‘গ’ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন ২ জন ১) সাধনা অধিকারি ২) দিপালী ঘোষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ২ জন ১) সুপ্তি সরকার ২) পূর্ণিমা চৌধুরী, তৃতীয় স্থান অধিকার করে কৃষ্ণা চক্রবর্তী সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন কৃষ্ণা মজু মদার তপতী চট্টোপাধ্যায়, বর্ণালী বসু, স্বপন দে সমগ্র অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন ক্লাবের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ এবং ওই অঞ্চলের পল্লিবাসীগণ।

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের ২৮তম স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘শব্দের ঝংকার’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদকের পিতা প্রয়াত তারাপদ মুখোপাধ্যায়–এর ২৮তম বার্ষিকী স্মরণসভা পত্রিকা ভবনে ৪ জুন অনুষ্ঠিত হল। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। উল্লেখ্য, তিনি সিপিআই(এম) এর সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। পূর্ব রেলে চাকরি করতেন। ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস ইউনিয়নের নেতৃত্ব স্থানীয় সংগঠক ছিলেন। ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের সময় তিনি গ্রেফতার হন। চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা সরকার আসায় অন্যান্য বরখাস্ত কর্মচারীদের সাথে তিনিও চাকরি ফিরে পান।

প্রয়াণ ঘটে ১৯৮৯ সালে। তাঁর সংগ্রামী জীবন নিয়ে আলোচনা করেন সুজিত দেব সরকার, ডাঃ সমীর কুমার বেতাল, স্বপন পাল, নিত্যানন্দ দাস, সুনীল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। কবিতা, সঙ্গীতে শ্রদ্ধা জানান রঞ্জন চৌধুরী, ভীম ঘোষ, দেবনাথ পোড়ে, কানন পোড়ে, মধুমিতা ঘোষ, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, প্রবীর ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা কুন্ডু, মিঠু ভট্টাচার্য, মধুসূদন মিত্র, বাসবী মিত্র প্রমুখ।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে চলছে গুরু গোপীর দশা

অরিঞ্জয় মিত্র

ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে কার্যত এখন বৃহস্পতির দশা চলছে। যার নেপথ্য নায়ক অবশ্যই একগুচ্ছ তারকা উপহার দেওয়া প্রশিক্ষক গোপীচন্দ। বস্তুত গোপীর প্রশিক্ষণে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকারা এখন বাজিমাত করছেন সর্বত্র। সাইনা নেহওয়াল–কে দিয়ে যাঁর পিকচার শুরু। এখন পিভি সিন্ধু, শ্রীকান্তদের নিয়ে সেই ছবি ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে গিয়েছে। এরপরেও নাকি গোপীর হাতে আরও অনেক ট্রাম্প কার্ড রয়েছে। যা বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে রীতিমতো হইচই ফেলে দিতে পারে। প্রণীত –প্রণয়দের মধ্যে লুকিয়ে আছে আগামী দিনের সাফল্যের নকশা। এছাড়াও গোপীর কোচিংয়ের ছোঁয়া পেয়ে আরও অনেক তারকা আগামীদিনে দেশ তথা বিদেশের মানচিত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। একটা সময় সাইনা নেহওয়াল নামটা ব্যাডমিন্টনে বেশ আলোচিত ছিল। তৎকালীন টেনিস কিংবদন্তী সানিয়া মির্জার সঙ্গে অনেকেই গুলিয়ে ফেলতেন সাইনাকে। যদিও সাইনার থেকেও অনেক বেশি পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসেন পিভি সিন্ধু। গত অলিম্পিক্সে তাঁর পারফরম্যান্স দেশের নাম উজ্জ্বল করে তুলেছে। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে তার পুরস্কারও মিলেছে হাতেনাতে। সিন্ধু এখন মহিলা ব্যাডমিন্টনে বিশ্বে ৪ নম্বর। সাইনা নেহওয়াল সেখানে নেমে এসেছেন ১৬ নম্বরে। এখন শুরু হয়েছে কিদম্বি শ্রীকান্ত জমানা। যেভাবে একের পর এক টুর্নামেন্ট জিতে নিচ্ছেন ভারতীয় ক্রীড়া জগতের এই নয়া শ্রীকান্ত তাতে ব্যাডমিন্টনে ভারতের টিআরপি এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। শ্রীকান্ত এখন পুরুষদের মধ্যে ১১ নম্বর স্থানে রয়েছেন। যদিও এক নম্বর শিরোপা দখলের জন্য মরিয়া শ্রীকান্ত। সেটা তাঁর হাবেভাবে ভালোই বোঝা যাচ্ছে।

ভারতীয় হকি দলের পাক নিধনের দিনই ব্যাডমিন্টনে কিদম্বি শ্রীকান্ত ইন্দোনেশিয়া ওপেন জিতে ভারতীয় তেরঙ্গাকে আরও উচুতে তুলে ধরেছেন। শ্রীকান্ত সেমিফাইনালে এর থেকেও বড় প্রতিদ্বন্দ্বী তথা বিশ্বের সেরা তারকাকে হারান। ফাইনালে তার জয় নিশ্চিতই ছিল। তাও বিশ্বের ২২ নম্বর জাপানি তারকার বিরুদ্ধে দাপট অব্যাহত ছিল শ্রীকান্তের। কোনওরকম আত্মতুষ্টি কাজ করেনি তাঁর মধ্যে। জাকার্তার এই জয় নিয়ে টানা তিনটে টুর্নামেন্ট জিতলেন গোপীচন্দের এই সুযোগ্য ছাত্র। প্রকাশ পাড়ুকনদের সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে উঠে আসা তারকাকে নিয়ে তাই উৎসবমুখী গোটা দেশ। এর সঙ্গেই একটা প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করল, মাত্র ৮–১০ টা দেশের খেলা ক্রিকেট নিয়ে এত মাতামাতি করার থেকে ব্যাডমিন্টন, হকি, ফুটবল নিয়ে ভাবা অনেক বেশি জরুরি। এটা করতে পারলে তবেই ভারতীয় ক্রীড়া জগত পুরোপুরি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসের দিকে একটু ফিরে দেখলে দেখা যাবে এর ঝান্ডা প্রথম আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরেন আজকের নবীন প্রজন্মের হার্টথ্রব দীপিকা পাড়ুকনের বাবা প্রকাশ পাড়ুকন। অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনে প্রকাশের চ্যাম্পিয়ন হওয়া সর্বপ্রথম মাইলেজ দেয় ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে। এরপর সৈয়দ মোদির নামটা ভেসে ওঠে ব্যাডমিন্টন দুনিয়ায়। যদিও তাঁর অকাল মৃত্যু ছেদ টেনে দেয় তাঁর সংক্ষিপ্ত বর্ণময় কেরিয়ারের। এরপর বহু বছর চিনাদের দাপট দেখা ছাড়া আর কিছু করতে পারেননি ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকারা। সেই অর্থে অবশ্য ওঁদের তারকাই বা বলা যায় কি করে। সে অর্থে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দুনিয়ায় বিপ্লব নিয়ে এসেছে বর্তমান প্রজন্ম। কোচ গোপীর হাত ধরে।

কোচ গোপীচন্দের সঙ্গে খানিকটা তুলনা টানা যেতে পারে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন কোচ তথা কলকাতা ময়দানের পরিচিত নাম সৈয়দ নইমুদ্দিনের। নৈয়ম যেমন শৃঙ্খলাকে মারাত্মক গুরুত্ব দিতেন গোপীও প্র্যাকটিসে দারুণ কঠোর। বস্তুত নিজের খেলোয়াড়ি জীবন থেকেই সংযম ও অনুশাসন মেনে আসছেন গোপীচন্দ। এখন নিজের ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে সেই শৃঙ্খলাটাই গড়ে তুলছেন। চারটের সময়ে কাকভোরে তিনি পৌঁছে যান অ্যাকাডেমিতে। টাইমিংয়ে একটু এদিক ওদিক হলে গোপীর গুসসার মুখে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের। সে তিনি যত বড় তারকাই হন না কেন। পিভি সিন্ধুকে কম বকুনি খেতে হয়নি গোপীচন্দের কাছে। সেজন্যই তো সিন্ধু আজ এতটা একরোখা ও অদম্য মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। গোপী লক্ষ্য করেছিলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকারা দারুণ স্কিলফুল। কিন্তু তাঁদের শক্তি, গতি, স্ট্যামিনা অনেকটাই কম। এই জায়গাতে জোর দিয়ে তিনি কুড়িয়ে এনেছেন পরের পর সাফল্য। যদিও এই সাফল্যকে বড় করে দেখছেন না কোচ ও তাঁর অ্যাকাডেমি। আগামী দিনে আরও অনেক তারকার অন্বেষণ যে এখান থেকে হবে তা এখনই বলে দেওয়া যায়।

ভারতীয় ক্রিকেটের হেড কোচ কী রবি শাস্ত্রী?

রবীন বিশ্বাস

ভারতীয় ক্রিকেটের হাল ধরতে ফের আসতে চলেছেন রবিশঙ্কর শাস্ত্রী। অন্তত বাজারের খবর সেইরকম ইঙ্গিতই করছে। এমনিতে শাস্ত্রী দলের হেডমাস্টারমশাই হিসেবে ব্যর্থ তা অতি নিন্দুক বা শাস্ত্রী বিরোধীরাও বলতে পারবেন না। তাঁর আমলে ৫০ ওভার ও টি–২০ বিশ্বকাপে ভারত সেমিফাইনালে গিয়েছে। দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে জয় সব সম্ভবপর হয়েছে শাস্ত্রীর কোচিং কালেই। তার ওপর স্বয়ং ভারত অধিনায়ক কোহলি ও দলের অধিকাংশ ক্রিকেটারও নাকি রবিকে একান্তভাবে চাইছেন। সব মিলিয়ে যত দিন যাচ্ছে ততই হেড কোচ হিসেবে শাস্ত্রীর পাল্লা ভারী হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন উঠছে অনিল কুম্বলে তো ভালোই করছিলেন। তাহলে তাঁকে সাত তাড়াতাড়ি সরে যেতে হল কেন? এর একটাই উত্তর ভারতীয় বোর্ড বা শচীন–সৌরভরা প্রাক্তন সতীর্থের পাশে দাঁড়ালেও কুম্বলের মাস্টারিতে কিছুতেই পড়তে চাইছিলেন না বিরাট কোহলি ও তাঁর টিম ভারত। অগত্যা কুম্বলকে ইস্তফা দিতে হল বাধ্য হয়ে। সেই জুতোয় এখন পা গলাবার জোর দাবিদার রবি শাস্ত্রী। অবশ্য এই মুম্বইকরকে কিছুটা হলেও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন দিল্লিওয়ালা বীরেন্দ্র সেহবাগ। এদের জোর লড়াইয়ের মাঝে আবার নাম শোনা যাচ্ছে প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার টম মুডি। অনেকে এও বলছেন, সেহবাগ আর শাস্ত্রীর লড়াইয়ের মাঝে মুডি না বেরিয়ে যায়। ভারতীয় বোর্ড তখন এই বলে মুখ মুছবে যে দেশিদের মধ্যে ফালতু ঝামেলায় না গিয়ে বিদেশি কোচই ভালো। তার ওপর অজি কোচের ওপর কোনও কারণে দুর্বলতা (সৌরভ অধ্যায়ের পর আশঙ্কটাও বটে) রয়ে গিয়েছে ভারতীয়দের। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রবি শাস্ত্রীই। বীরেন্দ্র সেহবাগকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে চাইছেন কেউ কেউ।

কোহলির অধিনায়কত্বও মোটেই সুবিধার হয়নি এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারত টসে জিতে কেন ব্যাটিং করল না সেই প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসছে। এছাড়াও বিরাটের বোলিং চেঞ্জ মোটেই ভালো লাগে নি। শ্রীলঙ্কা ম্যাচে ৩২০ রান তুলেও ভারত হেরেছিল। সেখানেই ভারতীয় বোলিংয়ের দুর্বলতা বেআব্রু হয়ে গিয়েছিল। কার্যত ভুবনেশ্বর কুমার, বুমরা, অশ্বিন, জাদেজা ছাড়া বোলার বলতে সেই কখনও কেদার যাদব বা পাণ্ডিয়া। কিন্তু এই দুজন স্টপ গ্যাপ বোলারের সমস্যা হল কখন তাঁরা কামাল করবেন, আর কখন সুপার ফ্লপ মারবেন তা বোঝা বড় দায়। এই বোলিং নিয়েও ভারত ভেবেছিল সাম্প্রতিক ফর্মের নিরিখে তারা তুড়ি মেনে উড়িয়ে দেবে পাকিস্তানকে। গ্রুপ লিগের পাকিস্তান আর ফাইনালের পাকিস্তানের মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাৎ সেটাই বোধোগম্য হয়নি টিম ইন্ডিয়ার। টস জিতে বাংলাদেশ ম্যাচের মতোই পাকিস্তানকে ব্যাট করতে পাঠান বিরাট। তাঁর হয়তো চিন্তা ছিল বৃষ্টি আসলে রান চেজ করা সুবিধা। বাংলাদেশ ম্যাচ এই ফর্মুলায় উতরেও গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন একটা শিক্ষা বাংলার টাইগাররা দিয়েছিল ঝড়ের গতিতে প্রথম ২৬ ওভারে রান তুলে ভারতকে চিন্তায় ফেলে। কুলদীপ যাদবের ভেলকি সেদিনকার মতো ভারতকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। রোজ রোজ যে এরকম জাদু চলবে না এটা বিরাটের বোঝা উচিত ছিল। সেই কোহলিবাবু কি করলেন? না টস জিতে পাকিস্তানকে পাঠিয়ে দিলেন পাটা উইকেটে খেলতে। ব্যস, আর যায় কোথায়। 'পড়ে পাওয়া সুযোগ'–এর ষোলো আনা সদ্ব্যবহার করল পাক বাহিনী। যদিও ভাগ্যদেবীও যে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে নেই তাও বোঝা গিয়েছিল উইকেট নেওয়া বল টিভে রিপ্লেতে 'নো' বল হয়ে যাওয়ায়। ওখান থেকেই যেন বোঝা যাচ্ছিল এই ম্যাচ ভারতের নয়। তারপর কোহলির অধিনায়কত্বও এদিন দারুণ হতাশ করল। পাশে লাকি ক্যাপ্টেন ধোনি থাকা সত্ত্বেও বিরাট তাঁর বিন্দুমাত্র পরামর্শ নিয়েছিল কি না তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

এমনিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফররত বিরাটবাহিনী ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স মেলে ধরছে। বিশেষ করে অধিনায়ক কোহলি নিজে রানের মধ্যে রয়েছেন। যা তাঁর সমালোচকদের মুখ কিছুটা হলেও বন্ধ রাখবে। এছাড়াও শিখর ধাওয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যে জায়গায় শেষ করেছিলেন সেই জায়গা থেকেই যেন শুরু করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজে। সব মিলিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বধে ভারতের চিত্রনাট্য যথেষ্ট উজ্জ্বল। কিন্তু ক্যারিবিয়ানদের হারিয়ে যতই ক্যালিপ্সো নাচুক না ভারতীয়রা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হবে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানের সঙ্গে বড় জয় পেলে। আর সেটা শাস্ত্রীর জমানাতেই হোক, আর সেহবাগ বা মুডির সেটা এখন কোনও প্রশ্ন নয়।

সমর্থকদের অভিনব পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভিনব মিছিল হল মহানগরীতে। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুটি দলের ফ্যানক্লাবের সদস্য–সমর্থকরা মিছিলে হাঁটলেন একসঙ্গে। তাঁদের প্রিয় ক্লাবকে বাঁচাতে। গত রবিবার বিকালে গোষ্ঠপালের মূর্তির সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। মুখে কালো কাপড় বেঁধে। সেই সময় প্রবল বৃষ্টিতেও চলে পদযাত্রা। প্রিয় দলের পতাকা নিয়ে। এমন কি সঙ্গে দেখা গিয়েছে জাতীয় পতাকা। ছিল এআইএফএফের বিরুদ্ধে শ্লোগান। বাংলার ফুটবলকে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত। তাঁর বিরুদ্ধে সকল দলের এককাট্টা প্রতিবাদ।

৫ বিদেশি আই লিগে

পাঁচুগোপাল দত্ত : সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী মরশুমে আই লিগ ও আইএসএল (ইন্ডিয়ান সকার লিগ) একসঙ্গে সমান্তরালভাবে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সম্প্রতি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই বিষয়ে কার্যত সহমত হয়েছেন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রমুখ কর্তারা। আই লিগের পক্ষে যেটা ভালো খবর তা হল, এবার থেকে বিদেশি খেলোয়াড়ের সংখ্যা বাড়তে চলেছে। আগে যেখানে ৩ বিদেশি খেলানো যেত এখন থেকে ৫ বিদেশি ফুটবলার নামাতে পারবে আই লিগের যে কোনও দল। মোট ৮ বিদেশিকে দলে অন্তর্ভুক্ত করারও সুযোগ থাকছে এবার। আইএসএল চলাকালীন আই লিগ কতটা প্রচার পাবে তা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে ধন্দে ছিলেন কলকাতার তাবড় ফুটবল কর্তারা।

বয়স হয়ে গেলেও আইএসএল–এ বিশ্বকাপ খেলা বহু ফুটবলার শামিল হচ্ছেন। সেক্ষেত্রে আই লিগে যাতে দর্শক কোনও মতে আকর্ষণ না হারায় সে জন্য বিদেশি ফুটবলার বাড়ানোর প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন আইএফএফ কর্তারা। এর ফলে আইএফএফ–এর বিরুদ্ধে আর অভিযোগ করার সুযোগ থাকছে না মোহন–ইস্ট ব্রিগেডে। তবে প্রশ্ন উঠছে কোন স্তরের বিদেশি ফুটবলার আই লিগে খেলাতে সক্ষম হবে সবুজ মেরুন বা লাল হলুদ। একই সমস্যায় পড়তে হতে পারে সদ্য আই লিগ জেতা আইজল এফসি ও বেঙ্গালুরু এফসির মতো তারকা সমৃদ্ধ দলকে। যে ৫ বিদেশিকে খেলাতে পারবে আই লিগের দলগুলি তার মধ্যে দুজন হতে হবে এশিয়া কোটার।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

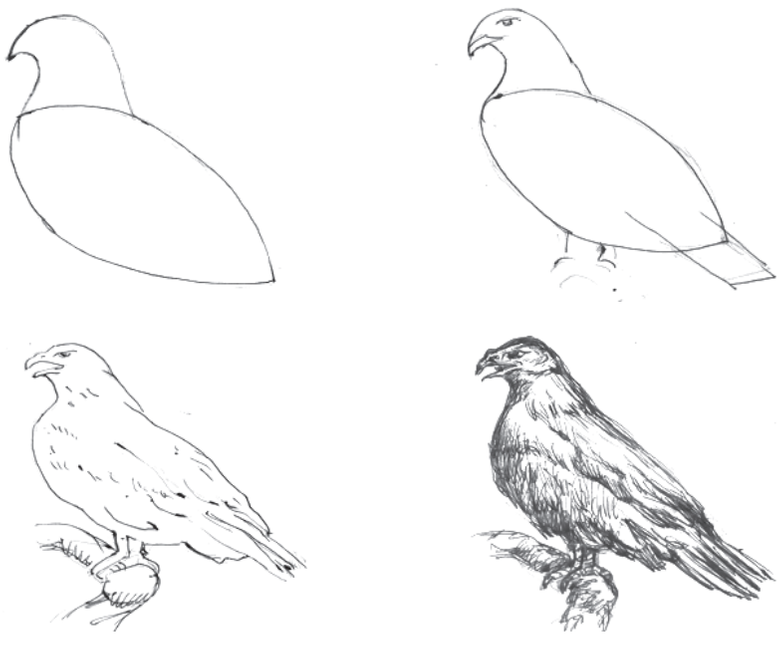

রামধনু এঁকো তবে

ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস

রোদ্দুরে ঝলমল গাছেদের পাতা
তিথি তুমি খুলবে কি আঁকবার খাতা।

হাল্কা সবুজ নয় দেখো ভালো করে
গাছ লতা পাতা দাও ঘর রঙ ভরে।

ফুলগুলি বুঝি লাল গোলাপ বা জবা
নয়নভোলানো রং–ও পাবেই বাহবা।

ফল কিছু আঁকবে কি কলা লিচু আম
খোলা মনে আঁকো দেখো পাবেই সুনাম।

হরেক পুতুল আঁকো মাছ আঁকো যদি
নাকেতে নোলকে দাও মাছেদের নদী।

একি তুমি ঢুলছো যে রং মাথা হাতে
রামধনু এঁকো তবে স্বপ্নে রাতে।।

দিনমনি সেনগুপ্ত, তৃতীয় শ্রেণি, নবচেতনা (চেতলা)

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com